মে ২০২৪ ■ বর্ষ ০৯ ■ সংখ্যা ০৫

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন পথচলা

বন্দর খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সূচনা

মেরিটাইম খাতে পরিচ্ছন্ন আগামী আশা জাগাচ্ছে অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার

অত্যন্ত সক্রিয় হবে আটলান্টিকের এবারের হারিকেন মৌসুম

বে টার্মিনালের চার টার্মিনালে আট বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে

মে ২০২৪
বর্ষ ০৯, সংখ্যা ০৫

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল,
ওএসপি, এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি

সম্পাদক
মো. হাবিবুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল
ইলোরা শারমীন

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী
মোহাম্মদ তারেক

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা :

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল : enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল : bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

বিদেশি বিনিয়োগের ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আরও সুসংহত হবে, যার সুফল ভোগ করবে জাতীয় অর্থনীতি

অর্থনৈতিক উত্তরণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বিদেশি বিনিয়োগ। বর্তমান সরকার দেশে বিদেশি বিনিয়োগকে গতিশীল করতে এরই মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উন্মুক্ত করে দিয়েছে দেশের শিল্প, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাত। দেওয়া হচ্ছে বিশেষ সুবিধা। বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ করতে চালু করা হয়েছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস। উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে সরকার। কিন্তু শুধু শিল্পোৎপাদন বাড়ালেই তো আর হবে না, উৎপাদিত পণ্য উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠাতে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় যার ওপর, সেই সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রমকেও গতিশীল করতে হবে। সরকার সে বিষয়েও যথেষ্ট আন্তরিক। বন্দরের উন্নয়নে একের পর এক উদ্যোগ নিয়ে যাচ্ছে সরকার ও বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় সৌদি আরবের অপারেটরের সাথে চুক্তি, বে টার্মিনালে আবুধাবি পোর্ট গ্রুপের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও লালদিয়ায় টার্মিনাল নির্মাণে ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালের বিনিয়োগ প্রস্তাব সেই উদ্যোগেরই ফসল। এছাড়া বিশ্বব্যাংক বে টার্মিনাল প্রকল্পের চ্যানেল ও ব্রেক ওয়াটার নির্মাণে রেকর্ড পরিমাণ ঋণসহায়তা দিচ্ছে, যা এ-যাবৎকালে দেশের বন্দর খাতে দেওয়া বিশ্বব্যাংকের সবচেয়ে বড় অংকের ঋণসহায়তা। চুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সিঙ্গাপুর, দুবাই ও ডেনমার্কের বিনিয়োগকারীরা। বন্দরে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছে জাপান, কাতারসহ অনেক দেশ।

সময়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বন্দর ব্যবস্থাপনায় এসেছে নানাবিধ পরিবর্তন। অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে বন্দর পরিচালনায়। এগুলো ব্যবহারের জন্য দক্ষতারও বিষয় রয়েছে। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি না হয় কিনে আনা যায়, কিন্তু দক্ষতা অর্জনে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোনো বিকল্প নেই। আর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা অপারেটরদের দেশের বন্দর পরিচালনা খাতে সম্পৃক্ত করা। ২০০৭ সালে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর চট্টগ্রাম বন্দরের অগ্রযাত্রা নতুন করে শুরু হয়েছে। বন্দরের সব উন্নয়ন কার্যক্রমও নিজস্ব অর্থায়নে হয়ে আসছে। সর্বশেষ পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বে টার্মিনাল প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব খাত থেকেই খরচ করা হয়েছে। এই সাফল্য ধরে রাখতে পারলে চট্টগ্রাম বন্দরের বৈশ্বিক গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হলে চট্টগ্রাম বন্দরের নীতিনির্ধারক ও ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে কর্মী–সব অংশীজনই কার্যদক্ষতায় আরও সমৃদ্ধ হবেন। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আরও সুসংহত হবে, যার সুফল জাতীয় অর্থনীতিও ভোগ করবে। চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে এবারের প্রধান রচনায়।

বর্তমান বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশদূষণ। পরিবেশদূষণের প্রভাবে সাগর, বাতাস, জলবায়ু থেকে শুরু করে জীবজগতের সকল স্তর তথা বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দূষণের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এমন অবস্থায় অন্যান্য শিল্প খাতের মতো মেরিটাইম খাতও পরিবেশদূষণে লাগাম টানতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে শিপিং খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ। সেসঙ্গে প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির দূষণের মাত্রা কমাতে নানা ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার (ওসিসি) তেমনই এক অভিনব প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলন্ত অবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত জাহাজের কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ওসিসি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাহাজ থেকে নিঃসরিত কার্বন সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সংগৃহীত কার্বন পুনর্ব্যবহার বা সংরক্ষণ করে। ওসিসি প্রযুক্তির কল্যাণে জাহাজে উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাসরি বাতাসে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে না। বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত হলে পরিবেশবান্ধব মেরিটাইম খাতের লক্ষ্য অর্জন সহজতর হবে। অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার নিয়ে বিস্তারিত রয়েছে পরিবেশ ও জলবায়ু বিভাগে।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এদেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

বন্দরবার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

বর্তমান সরকার দেশের শিল্প, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাত বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সরকারের নীতিসহায়তার সুফল পেয়েছে দেশের বন্দর খাতও। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে বিদেশি প্রতিষ্ঠান। নতুন টার্মিনাল নির্মাণে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও কয়েকটি দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে নতুন এক যুগে প্রবেশের শুভসূচনা এরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- আইএমও লিগ্যাল কমিটি নতুন নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে
- অত্যন্ত সক্রিয় হবে আটলান্টিকের এবারের হারিকেন মৌসুম
- লোহিত সাগর এড়িয়ে নৌপরিবহনের ফলে ইইউতে কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে
- বছরের প্রথম প্রান্তিকে সিফেয়ারারদের সুখসূচক বৃদ্ধি
- কনটেইনারের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ফ্রেইট রেট
- সোমালি জলদস্যুদের পুনরুত্থানে হুমকির মুখে মেরিটাইম সিকিউরিটি
- দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে শিপারদের অনাগ্রহ
- আঞ্চলিক জলসীমায় স্ক্রাবার ওয়াটার ডিসচার্জে ডেনমার্কের নিষেধাজ্ঞা জারি
- শীর্ষ 'মেরিটাইম সিটি'র তকমা ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুর
- নিম্নমুখী ফ্রেইট রেটে ২০২৩ সালে ওয়ানের মুনাফায় ধস
- মুক্তিপণ আদায়ের সফলতা ভারত মহাসাগরে জলদস্যু তৎপরতা বাড়াবে
- দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে শিপ রিসাইক্লিং
- বিশ্বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা এখন তারল্য সংকট
- দুই বছর পর সচল হচ্ছে ইউক্রেনের কনটেইনার সার্ভিস
- পরিবেশবান্ধব জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে নতুন আইন প্রণয়ন

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

- মেরিটাইম খাতে নারী

খতিয়ান ▪ ২৩

- বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- বন্দর ব্যবস্থাপনা ও সাগরপথে পরিবহনসহ বাংলাদেশ-কাতারের ১০ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই
- শ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
- ঈদে ৬ হাজার ৭২১ কর্মচারীকে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রণোদনা
- বে টার্মিনালের চার টার্মিনালে আট বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে
- ৭৪ বছর পর নতুন আমদানি-রপ্তানি আইন
- দায়িত্বশীল ও টেকসই সমুদ্র ব্যবস্থাপনায় সম্মিলিত প্রয়াসের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর
- ৩১ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণের সিংহভাগ পরিবহন খাতে
- মহেশখালী-মাতারবাড়ী প্রকল্প নিয়ে সংসদীয় কমিটির সন্তোষ
- 'মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' আইনের খসড়া অনুমোদন
- পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল জুনে চালু হবে
- এনবিআর বন্ডেড পণ্য কোথায় যায় দেখবে

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি : ওসাকা বন্দর

গ্রন্থ পরিচিতি : মিসরিডিং দ্য বেঙ্গল ডেল্টা : ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লাইভলিহুডস ইন কোস্টাল বাংলাদেশ

মেরিটাইম ফ্যাক্ট : বার্থ

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব : আলবার্ট বেলিন

মেরিটাইম ইভেন্টস : মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি

১০

পরিবেশ ও জলবায়ু

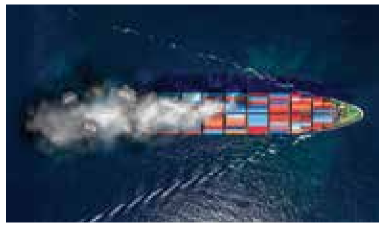

মেরিটাইম খাতে পরিচ্ছন্ন আগামী আশা জাগাচ্ছে অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার

অন্যান্য শিল্প খাতের মতো মেরিটাইম খাতও পরিবেশ দূষণে লাগাম টানতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে শিপিং খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ। সেসঙ্গে প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির দূষণের মাত্রা কমাতে নানা ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার (ওসিসি) তেমনই এক অভিনব প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলন্ত অবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত জাহাজের কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

১৩

আন্তর্জাতিক সংবাদ

আইএমও লিগ্যাল কমিটি নতুন নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে

সিফেয়ারাররা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে বিদেশি বিচার ব্যবস্থায় আটক হলে তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করার জন্য আইএমও লিগ্যাল কমিটি একটি নতুন নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে। নির্দেশিকাগুলোতে পোর্ট স্টেটস, ফ্ল্যাগ স্টেটস, উপকূলবর্তী দেশসমূহ, সিফেয়ারারদের দেশ, জাহাজের মালিক এবং সিফেয়ারারদের জন্য নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২২ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত লিগ্যাল কমিটির ১১১তম সেশনে এই নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত হয়। এছাড়া সিফেয়ারারদের জাহাজ পরিত্যাগের তথ্যভাণ্ডার পর্যালোচনা এবং আপডেট করার জন্য একটি নতুন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

১৯

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল জুনে চালু হবে

চট্টগ্রাম বন্দরের নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল জুনের প্রথম সপ্তাহে চালু হতে পারে। পাঁচ থেকে সাত জুনের যেকোনো দিন এই টার্মিনালে জাহাজ ভেড়ানোর সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এই টার্মিনাল দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনার জন্য সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের সাথে চুক্তি করেছে। গত বছরের ৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি হয়।

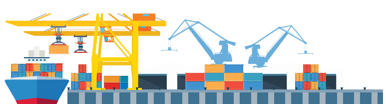

বাংলাদেশে প্রথমবার কোনো বিদেশি কোম্পানি বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনা করতে যাচ্ছে, যা দেশের বন্দর খাতের জন্য মাইলফলক

- চুক্তি অনুযায়ী, সরবরাহ, পরিচালনা ও হস্তান্তর ভিত্তিতে **২২ বছর মেয়াদে** টার্মিনালটি পরিচালনা করবে সৌদি প্রতিষ্ঠান **রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল**।
- চুক্তির পর তারা **এককালীন ও বার্ষিক** নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে বন্দরকে।
- প্রতিষ্ঠানটি কনটেইনার ওঠানো-নামানোর জন্য যে ফি পাবে, তা থেকে **কনটেইনারপ্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাবে বন্দর কর্তৃপক্ষ**।
- টার্মিনালটিতে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর **১৩টি যন্ত্র** সংযোজন করা হয়েছে।
- **১৭ এপ্রিল** পতেঙ্গা টার্মিনালের **৩২ একর** ও টার্মিনালের সম্প্রসারিত অংশ সাউথ কনটেইনার ইয়ার্ডের **১৬ একর** জায়গা বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
- এই এলাকায় পণ্য সংরক্ষণাগার ও পণ্যের নিরাপত্তা বিধান করবে **বন্দর কর্তৃপক্ষ**। পণ্য খালাস, কায়িক পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করবে **কাস্টমস**।

ইভি ইনফোগ্রাফিক্স

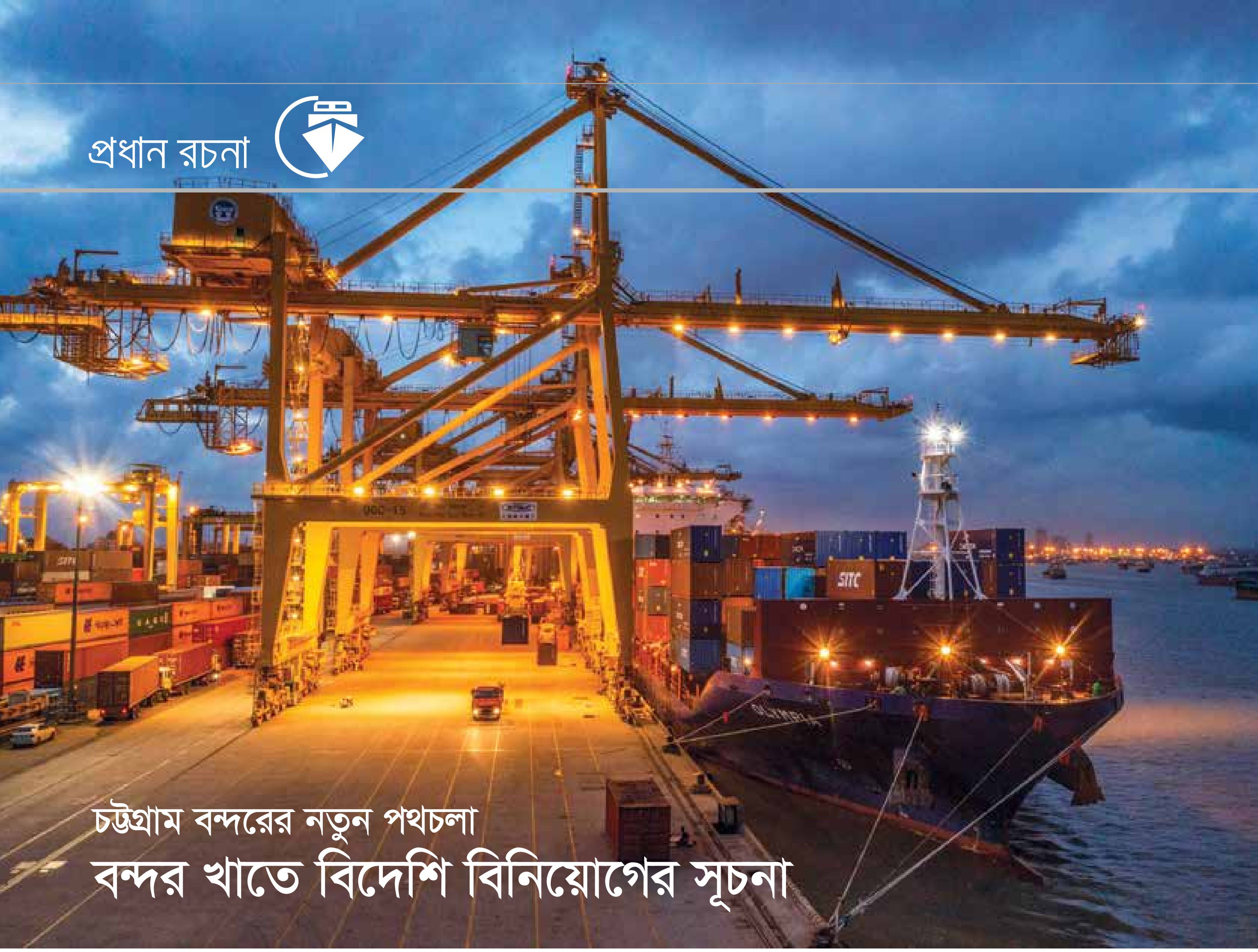

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন পথচলা

বন্দর খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সূচনা

উদীয়মান অর্থনীতির বিকাশে বিদেশি বিনিয়োগ যে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে, সেই বিষয়টি এরই মধ্যে প্রমাণিত। অর্থনৈতিক উত্তরণের পথে থাকা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এটি নিয়ামক হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান সরকার দেশের শিল্প, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাত বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বিদেশিরা যেন এদেশে এসে বিনিয়োগ ও ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ পায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিতে সর্বোচ্চ মাত্রায় সচেষ্ট সরকার। বর্তমান সরকারের নীতিসহায়তার সুফল পেয়েছে দেশের বন্দর খাতও। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনায় যুক্ত হয়েছে বিদেশি প্রতিষ্ঠান। নতুন টার্মিনাল নির্মাণে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও কয়েকটি দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়ে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন এক যুগে প্রবেশের শুভসূচনা এরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

বিভিন্ন প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অভিযাত্রায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জাতির পিতার সোনার বাংলার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন তারই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অন্যতম সহযাত্রী হিসেবে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান গেটওয়ে এই বন্দর দেশের অর্থনীতিরও প্রাণভোমরা।

একসময় বাংলাদেশের অর্থনীতিকে তুলনা করা হতো তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে। সেই দেশ আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেল। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অন্যতম আকর্ষণীয় এক বিনিয়োগ গন্তব্য।

দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকে গতিশীল করতে সরকার এরই মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেন এখানে লগ্নি করতে আগ্রহী হন, সেজন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রণোদনা। বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ করতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসও চালু করা হয়েছে। উপযুক্ত বিনিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে সরকার।

কিন্তু শুধু শিল্পোৎপাদন বাড়ালেই তো আর হবে না, উৎপাদিত পণ্য উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠাতে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় যার ওপর, সেই সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রমকেও গতিশীল করতে হবে। সরকার সে বিষয়েও যথেষ্ট আন্তরিক। বন্দরের উন্নয়নে একের পর এক উদ্যোগ নিয়ে যাচ্ছে সরকার ও বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরিতে সরকারের নীতিগত সহায়তার ফলে বিশ্ববিখ্যাত শিপিং ও টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ প্রস্তাব আসছিল বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই। এসব বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হচ্ছিল বিভিন্ন কারণে। রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এসব বিনিয়োগ প্রস্তাব দ্রুততম সময়ে যাচাই-বাছাই ও বন্দরের পক্ষে লাভজনক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। যার ফলে ইতিমধ্যে সৌদি অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের সাথে চুক্তি ও আবুধাবি পোর্টের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিনিয়োগের অপেক্ষায় আছে পিএসএ সিঙ্গাপুর, ডিপি ওয়ার্ল্ড ও এপিএম টার্মিনালের মতো বিশ্বখ্যাত শিপিং ও পোর্ট অপারেটররা। এছাড়া বিশ্বব্যাংক বে টার্মিনাল প্রকল্পে বাংলাদেশের বন্দর খাতের রেকর্ড ৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি অপারেটরের বিনিয়োগ সেই উদ্যোগেরই ফল।

সময়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বন্দর ব্যবস্থাপনায় এসেছে নানাবিধ পরিবর্তন। অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে বন্দর পরিচালনায়। এগুলো ব্যবহারের জন্য দক্ষতারও বিষয় রয়েছে। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি না হয় কিনে আনা যায়, কিন্তু দক্ষতা অর্জনে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোনো বিকল্প নেই। আর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা অপারেটরদের দেশের বন্দর পরিচালনা খাতে সম্পৃক্ত করা। গত বছরের শেষের দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন সংযোজন পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের (আরএসজিটি) সাথে চুক্তির মাধ্যমে সেই ধারার সূচনা হয়েছে। এরপর অতিসম্প্রতি হলো বে টার্মিনাল প্রকল্পে আবুধাবি পোর্টস গ্রুপের সাথে বন্দর কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর। বিনিয়োগের এই ধারা অব্যাহত রেখে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীর ভূমিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান সুসংহত করাই হবে মূল লক্ষ্য।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই বিদেশি বিনিয়োগের অবদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত ও

> *“রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এসব বিনিয়োগ প্রস্তাব দ্রুততম সময়ে যাচাই-বাছাই ও বন্দরের পক্ষে লাভজনক নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।”*

জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে বিদেশি বিনিয়োগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একসময় এই তিন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। প্রচুর পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ তাদের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার করে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

১৯৮০ থেকে ২০২০ সাল–এই চার দশকে মালয়েশিয়ার বার্ষিক মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৭৮৬ শতাংশ। এই দীর্ঘ সময়ে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের মতো দেশগুলোর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ পেয়েছে মালয়েশিয়া। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে মালয়েশিয়ার ইলেকট্রনিকস শিল্পের মোট বিনিয়োগের ৮০ শতাংশের বেশি ছিল বৈদেশিক বিনিয়োগ। এই খাতটি আবার মালয়েশিয়ার রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস। দেশটির মোট রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই হলো ইলেকট্রনিক সামগ্রী।

থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও ঘটনা অনেকটা একই। এসব দেশের মতো যদি বাংলাদেশেও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তবে নিঃসন্দেহে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার আরও উন্নতি ঘটবে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অবকাঠামোগত সুবিধা, উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সহায়ক শিল্পের বিকাশ, দক্ষ ও প্রশিক্ষণযোগ্য জনবল, বাজার সুবিধা ইত্যাদি ফ্যাক্টর বড় ভূমিকা পালন করেছে। আমাদেরও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর নজর টানতে হলে এসব খাতে সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ : বড় সুযোগ যে সাতটি খাতে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বরাবরই বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ওপর জোর দিয়ে আসছে। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা কিংবা ব্যবসা সহজীকরণে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর অন্যতম উদ্দেশ্যও এটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে ৩০০ কোটি ৪৪ লাখ ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ এসেছে পুনর্বিনিয়োগ থেকে, যার পরিমাণ প্রায় ২২১ কোটি ডলার। সার্বিকভাবে ২০২৩ সাল শেষে দেশে পুঞ্জীভূত বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ হাজার ৫৫ কোটি ডলার।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এই দেশে বিনিয়োগের অনেক সুযোগ রয়েছে। একসময় অভিযোগ ছিল যে, বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ব্যবসা করা অনেক চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ছিল, বর্তমান সরকার সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন একটা সময় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ ছিল নিষ্কণ্টক জমি পাওয়া নিয়ে। বিশেষ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ২৮ আগস্ট সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মায়েরস্ক গ্রুপের গ্রুপ চেয়ারম্যান রবার্ট মায়েরস্ক উগলা। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, ডেনমার্ক দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন

২০৩০ সাল নাগাদ চামড়াজাত পণ্যের বার্ষিক রপ্তানি এক হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের

২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় কনটেইনার টার্মিনাল পিসিটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে সৌদি কোম্পানি রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের (আরএসজিটি) বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি। আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা টার্মিনাল অপারেটরদের বিনিয়োগের মাধ্যমে সূচনা হলো নতুন সম্ভাবনার

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বে টার্মিনাল প্রকল্পে টার্মিনাল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্মাণে ৮০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠার ফলে সেই উদ্বেগ দূর হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পাওয়া নিয়েও অভিযোগ ছিল বিনিয়োগকারীদের। সরকার সেই সমস্যারও সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, অপর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে সরকার।

বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যখন এদেশে আসে, তখন তাদের একটা নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থাকে। তাদের জন্য সরকারের নীতিগত যেসব বিষয় থাকে, সেগুলো ঘনঘন পরিবর্তন হলে সেই পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়। বর্তমান সরকার এই বিষয়টিতে নজর দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পোৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য যে লজিস্টিকস সাপোর্ট থাকা দরকার, বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সেই সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আর এই কাজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর।

বাংলাদেশে যেসব খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে–

অবকাঠামো : বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১ মহাপরিকল্পনায় অবকাঠামো খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন জ্বালানি, পানি, লজিস্টিক ও পরিবহন খাতে ৩৫ হাজার কোটি ডলারের অবকাঠামো গড়ার সুযোগ রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ কেবল লজিস্টিকস খাতই ৯ হাজার কোটি ডলারের বাজারে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনেও দেশের বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও পরিচালনায় বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো ঋণসহায়তা। অর্থনৈতিক উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে বড় অবদান রাখে বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঋণ। বাংলাদেশের অন্যতম মেগাপ্রকল্প মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এই প্রকল্পে মোট ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি ১৬ লাখ ১৩ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা ঋণসহায়তা দিচ্ছে ৬ হাজার ৭৪২ কোটি ৫৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা।

তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য : বাংলাদেশে ৩৮টি হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে, যেগুলো বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষিত ও দক্ষ ফ্রিল্যান্সার রয়েছে, যা বিশ্বে অনলাইন শ্রমের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম। সরকার আশা করছে, ২০২৫ সালের মধ্যে এই খাতে রপ্তানি আয় ৫০০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে। এর বড় একটি অংশ আসবে বিদেশি বিনিয়োগ থেকে।

ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন : গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মানুষের আয় বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে গৃহস্থালি বিলাস পণ্য ও ইলেকট্রনিক পণ্যের চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতা। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার বেড়েছে। এ খাতে চাহিদা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি অনেক

বিদেশি বিনিয়োগকারী এরই মধ্যে লক্ষ করেছে। ফলে তারা এদেশে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে ইলেকট্রনিকস, ফ্রিজ, এসির মতো গৃহস্থালি পণ্য, মোটরবাইক ইত্যাদি একসময় বিদেশ থেকে উৎপাদিত অবস্থায় আমদানি করা হলেও এখন দেশেই উৎপাদন বা সংযোজন করা হচ্ছে।

বস্ত্র ও চামড়া : বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হলো তৈরি পোশাক। এ খাতে দেশের বিশাল জনশক্তি রয়েছে। সরকারেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ফলে এ খাতে আরও বেশি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে সিনথেটিকের মতো যেসব পণ্য এখনো বিনিয়োগের বাইরে রয়েছে, সেখানে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

দেশে বিদেশীয় বিনিয়োগ আকর্ষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। ২০৩০ সাল নাগাদ চামড়াজাত পণ্যের বার্ষিক রপ্তানি এক হাজার কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই খাতের সম্ভাবনাময় বৈশ্বিক বাজার, বাংলাদেশে কাঁচামাল প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, চামড়া শিল্পের জন্য বিশেষ নগরী ইত্যাদি কারণে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের বড় ধরনের সুযোগ রয়েছে।

স্বয়ংক্রিয় ও হালকা প্রকৌশল : বাংলাদেশে গত এক দশকে স্বয়ংক্রিয় ও হালকা প্রকৌশল-জাতীয় শিল্পের বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। গাড়ির ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে কৃষি ও নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি, প্লাস্টিক পণ্যের ছাঁচ, নাট-বল্টু, বেয়ারিং ইত্যাদি এখন দেশে তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আমদানি করে বাংলাদেশে গাড়ির পার্টস, ধান মাড়াই মেশিন, প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের খেলনা তৈরি করা হয়। এই খাতেও বিদেশি বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের শ্রমবাজার ব্যয়সাশ্রয়ী।

কৃষিপণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ : ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) ২০২১ সালে একটি গবেষণার পর যে তিনটি খাতে বিনিয়োগের অবারিত সুযোগ রয়েছে বলে চিহ্নিত করেছিল, তার মধ্যে কৃষিপণ্যের ব্যবসা অন্যতম।

পিসিটি পরিচালনা বিষয়ে গত বছরের ৬ ডিসেম্বর আরএসজিটিআইয়ের সাথে কনসেশন চুক্তি করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বে টার্মিনাল প্রকল্পের মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে ইউএইভিত্তিক এডি পোর্টস গ্রুপ

সংগঠনটির গবেষণায় দেখা যায়, কৃষি, ডিজিটাল ইকোনমি ও সবুজ অর্থায়ন–এই তিন খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগের সুযোগ রয়ে গেছে।

কৃষি প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। কৃষিনির্ভর দেশ হওয়ায় এই খাতকে ব্যবহারের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। কারণ অনেক দেশই তাদের প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য অন্য দেশ থেকে আমদানি করে। আর এক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মতো বিষয় গুরুত্ব পেতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে এই খাতের সম্ভাবনা তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি।

তেল, গ্যাস ও সুনীল অর্থনীতি : আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে প্রতিবেশী দুই দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে বিশাল সমুদ্রাঞ্চলের ওপর সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ বুঝে পেলেও বাংলাদেশ এখনো তা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার শুরু করতে পারেনি।

প্রতিবেশী দেশগুলো অনেক আগে থেকেই সমুদ্রসম্পদের অনুসন্ধান ও আহরণ শুরু করলেও আমরা এখনো পিছিয়ে। বিশেষ করে আমরা তেল-গ্যাস খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারি। এই সম্পদের অনুসন্ধানে বিদেশি বিনিয়োগের বিশাল সুযোগ রয়েছে। সেসঙ্গে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণেও বাণিজ্যিক খাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

বন্দরে বিদেশি বিনিয়োগ : নতুন যুগের সূচনা

গত বছরের ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরের অর্জনের খাতায় যুক্ত হয় নতুন এক অধ্যায়। এদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন বন্দরের নতুন কনটেইনার টার্মিনাল পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি)। এই টার্মিনাল নির্মাণের বিশেষ কারণ রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে এতদিন টার্মিনাল ছিল দুটি–চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি)। এছাড়া জেনারেল কার্গো বার্থে (জিসিবি) গিয়ারড ভেসেলগুলোকে (যেসব জাহাজের নিজস্ব ক্রেন থাকে) কনটেইনার হ্যান্ডলিং সেবা দেওয়া হয়। এমনিতেই চট্টগ্রাম বন্দর তার বর্তমান অবকাঠামো সক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করছে। এর ওপর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বন্দরটির ওপর তৈরি হচ্ছে বাড়তি চাপ। এ কারণে বিদ্যমান অবকাঠামোর সংস্কার ও নতুন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পিসিটি নির্মাণ করা হয়েছে সেই প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই।

পিসিটি দেশের বন্দর খাতে নতুন এক যুগের সূচনা করতে যাচ্ছে। টার্মিনালটি পরিচালনা করবে সৌদি আরবভিত্তিক আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল (আরএসজিটিআই)। গত বছরের ৬ ডিসেম্বর তাদের সাথে এ বিষয়ে একটি কনসেশন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের। দেশে টার্মিনাল পরিচালনা খাতে এটিই প্রথম কোনো বিদেশি বিনিয়োগ।

আরএসজিটিআই হলো সৌদি আরবভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক টার্মিনাল অপারেটর। তারা তাদের বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি আরএসজিটিআই বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে আগামী ২২ বছর পিসিটি পরিচালনা করবে। বিশ্বের বৃহত্তম ১০টি টার্মিনাল অপারেটরের অন্যতম আরএসজিটিআইয়ের সম্মিলিত বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ২ কোটি টিইইউ। স্বনামধন্য এই সৌদি কোম্পানি পিসিটি পরিচালনায় যুক্ত হওয়ায় আমাদের কী লাভ হবে সেই বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক–

○ এটি দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ-সৌদি আরব দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করবে।

○ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) ও আরএসজিটি বাংলাদেশের মধ্যকার চুক্তিটি ইক্যুইপ-অপারেট-ট্রান্সফার বেসিসের। অর্থাৎ বিদেশি প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের টাকায় যন্ত্রপাতি কিনবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে সেগুলো বন্দর কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবে। পিসিটিতে যন্ত্রপাতি সংযোজনে ১৭ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে আরএসজিটিআই। ২০২৬ সালের মধ্যে এখানে চারটি শিপ-টু-শোর ক্রেন সংযোজন করবে তারা।

○ সবচেয়ে বড় যে লাভ সেটি হলো, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ এলে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়, যা দেশীয় মানবসম্পদের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পিসিটি পরিচালনায় আরএসজিটিআই যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে সেই ধারার সূচনা হলো।

○ এই চুক্তি আরও বড় বড় বিনিয়োগ টানতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। সৌদি প্রতিনিধিরা এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে চান। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ যেসব সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে, তা তাদের বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহ জোগাচ্ছে। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আগ্রহের কথাও জানিয়েছেন সৌদি প্রতিনিধিরা।

○ সবচেয়ে বড় ইতিবাচক যে বিষয় সেটি হলো সৌদি আরবের দেখাদেখি অন্য দেশের বিনিয়োগকারীরাও বাংলাদেশে লগ্নি করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের আরেকটি বড় উন্নয়ন প্রকল্প হলো বে টার্মিনাল। অতিসম্প্রতি এই প্রকল্পও একটি যুগসন্ধিক্ষণের সাক্ষী হয়ে থাকল। ১৬ মে বে টার্মিনাল প্রকল্পে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) আবুধাবি পোর্টস গ্রুপ বা এডি পোর্টস গ্রুপ। গত বছর এই বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছিল এডি পোর্টস। এমওইউয়ের ধারাবাহিকতায় এখন একটি যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হবে, যে কমিটি চূড়ান্ত চুক্তির জন্য বিভিন্ন শর্ত নির্ধারণ করবে।

এডি পোর্টস এই বিনিয়োগ করবে বে টার্মিনাল প্রকল্পের মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট চারটি টার্মিনালের একটি এটি। ১ হাজার ৫০০ মিটার দীর্ঘ টার্মিনালটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষেরই নির্মাণ করার কথা ছিল। তবে এডি পোর্টস গ্রুপ বিনিয়োগ প্রস্তাব দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের অধীনে টার্মিনাল নির্মাণকেই লাভজনক মনে করছে।

বে টার্মিনাল প্রকল্পের বাকি টার্মিনালগুলোর মধ্যে সিঙ্গাপুরের পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল একটি ও ইউএইর ডিপি ওয়ার্ল্ড একটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা করতে চায়। এজন্য প্রতিষ্ঠান দুটি ১৫০ কোটি ডলার করে মোট ৩০০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে ইস্ট কোস্ট গ্রুপ। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে তেল-গ্যাস খালাসের টার্মিনাল নির্মাণে ৩৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে চায় গ্রুপটি। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বে টার্মিনাল প্রকল্পে টার্মিনাল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্মাণে ৮০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে।

আরএসজিটিআইয়ের মতো এডি পোর্টসের সঙ্গে এই সমঝোতা চুক্তিও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগ টানতে প্রভাবক হবে এবং দেশীয় অর্থের সাশ্রয় ঘটাবে। এছাড়া এডি পোর্টস গ্রুপের সঙ্গে

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে জাপানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকা ঋণসহায়তা দিচ্ছে ৬ হাজার ৭৪২ কোটি ৫৬ লাখ ৭৯ হাজার টাকা

বে টার্মিনাল প্রকল্পে ১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ বিষয়ে ১৬ মে রাজধানীর একটি হোটেলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ও আবুধাবি পোর্টসের সিইইও সাইফ আল মাজরুই এমওইউ স্বাক্ষর করেন

অংশীদারিত্বে কাজ করার ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হবে ও কর্মসংস্থান বাড়বে।

পিসিটি ও বে টার্মিনালের পাশাপাশি পতেঙ্গার লালদিয়ার চরেও টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনায় বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে ডেনিশ কোম্পানি এপি-মুলার মায়েরস্ক গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস। কর্ণফুলী নদীরে তীরে টার্মিনালটি নির্মাণে এরই মধ্যে মৌখিকভাবে সম্মতি দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০২৩ সালের এপ্রিলে লালদিয়ার চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার প্রস্তাব নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় এপিএম টার্মিনালস।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২১টি কনটেইনার জাহাজ পরিচালনা করছে মায়েরস্ক। এছাড়া কনটেইনার পরিবহন, গুদাম ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিংসহ লজিস্টিকস খাতে ব্যবসা রয়েছে তাদের। বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৩০ শতাংশ কনটেইনার একাই আনা-নেওয়া করছে কোম্পানিটি। তবে বাংলাদেশে শিপিং ও লজিস্টিকস খাতে ব্যবসা থাকলেও টার্মিনাল পরিচালনার ব্যবসা নেই মায়েরস্কের।

এপিএম টার্মিনালসের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ৩৭টি দেশে ৬৫টি টার্মিনাল ও বন্দর পরিচালনা করছে তারা। বাংলাদেশে লালদিয়ার চর টার্মিনালের প্রস্তাব চূড়ান্ত হলে ৪০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হতে পারে তাদের। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব ও স্বয়ংক্রিয় টার্মিনাল নির্মাণ করতে চায় গ্রুপটি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বিদেশিরা এখন চট্টগ্রাম বন্দরে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচক। বিদেশিদের আগ্রহের কারণেই বে টার্মিনাল প্রকল্পে সরকারের কোনো বিনিয়োগ প্রয়োজন হচ্ছে না। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য সম্ভাবনা রয়েছে মেরিন হাব হিসেবে গড়ে ওঠার। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও এই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিচ্ছে। তাদের এই আগ্রহ দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। এত বড় বিনিয়োগ দেশীয় অর্থে না করে বিদেশি অর্থায়ন টানতে পারলে তা জাতীয় অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হবে।

বিদেশি বিনিয়োগ এলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আর্থিক দিক থেকে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ২০০৭ সালে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের অগ্রযাত্রার শুরু। বন্দরের সব উন্নয়ন কার্যক্রমও নিজস্ব অর্থায়নে হয়ে আসছে। সর্বশেষ পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর ও বে টার্মিনাল প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব খাত থেকেই খরচ করা হয়েছে। বিদেশি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বন্দর নির্মাণ ও পরিচালনায় যুক্ত হলে তারা বন্দর কর্তৃপক্ষকে চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করবে, যার সুফল জাতীয় অর্থনীতিও ভোগ করবে।

বন্দরের যেসব বিষয় বিদেশি বিনিয়োগকারীর মনোযোগ কেড়েছে

চট্টগ্রাম বন্দরের ঐতিহ্য হাজার বছরের। এই বন্দর দিয়েই একসময় বাংলাকে চিনত গোটা বিশ্ব। কর্ণফুলী নদীর মোহনায় চট্টগ্রাম বন্দরের যাত্রা ১৮৮৭ সালে। ১৩৭ বছরে বহু ঘটনাপঞ্জি ও উত্থানের সাক্ষী দেশের সমৃদ্ধির এই স্বর্ণদ্বার। চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব এতটাই যে, এর কার্যক্রমে যেকোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে সমগ্র বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যই স্থবির হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের স্লোগান 'কান্ট্রি মুভস উইথ আস' সেই সাক্ষ্যই দেয়।

দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ৯২ শতাংশই পরিবহন হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। সময়ের পরিক্রমায় দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বন্দরের পরিধিও। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় আরও পরিণত, যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বন্দর।

চট্টগ্রাম বন্দর এখন সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান। এসব কারণে বন্দরের গতিশীলতাও বেড়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রয়েছে একে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অনেক ঘাটতি ঘুচিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। ব্যয় সংকোচন বা সাশ্রয়ের দিক থেকেও অনন্য প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০২৩ সালে অন্তত ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। একদিকে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বেড়েছে, অন্যদিকে নানাভাবে ব্যয় সংকোচনের ফলে সরকারের বিপুল অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব দক্ষতার মাধ্যমে কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকারের সদিচ্ছায় বিশ্বনন্দিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সংযোজন এই সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। এসব বিষয়সহ যেসব প্রভাবক বন্দরে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে সেগুলো হলো–

থ্রি মিলিয়ন ক্লাবের সদস্য : ২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৩০ লাখ ৫০ হাজার টিইইউর বেশি। এ নিয়ে গত পাঁচ বছরে চারবার কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ে 'থ্রি মিলিয়ন টিইইউস ক্লাব' এর সদস্য হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো এই এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে বন্দরটি। তবে নভেল করোনাভাইরাসের ভয়াল থাবায় কিছুটা ছন্দপতন হয়। ২০২০ সালে কনটেইনার হ্যান্ডলিং ২৮ লাখ টিইইউতে নেমে আসে। তবে ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় লাগেনি। পরের বছরই তা আবার উর্ধ্বমুখী হয়ে ৩২ লাখ টিইইউ ছাড়িয়ে যায়। এরপর আর কনটেইনার হ্যান্ডলিং ৩০ লাখ টিইইউর নিচে নামেনি।

প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বন্দর : চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা, গেট অপারেশন সিস্টেমসহ সবকিছু ডিজিটালাইজড হয়েছে। একসময় সহস্র কনটেইনারের ভিড়ে নির্দিষ্ট কনটেইনার খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলেও এখন আর সেই দুর্ভোগ নেই। সাধারণ একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই কনটেইনারের লোকেশন বের করা যাচ্ছে। কার্গো ডিসচার্জ থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত সামগ্রিক ডকুমেন্টেশন সিস্টেম কম্পিউটারাইজড হয়ে গেছে। এতে বন্দর কার্যক্রম অনেক গতিশীল হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা : জাহাজের কনটেইনার লোডিং-আনলোডিং ও পরিবহনে চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ক্রেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বন্দরের বহরে যুক্ত হয় চারটি মোবাইল ক্রেন, ছয়টি রাবার টায়ারড গ্যান্ট্রি ক্রেন, ৩৪টি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন (কিউজিসি) ও দুটি কনটেইনার মুভার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম বন্দরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) এরই মধ্যে বন্দরে যুক্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের তৃতীয় কনটেইনার টার্মিনালটিতে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজও ভিড়তে পারবে, যার ফলে বড় জাহাজ পরিচালনাকারী শিপিং কোম্পানিগুলো এখন এই বন্দর ব্যবহারে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে। এছাড়া সরকারের আন্তরিক উদ্যোগে প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল প্রকল্পের কাজও এগিয়ে চলেছে আশাব্যঞ্জক গতিতে। এই টার্মিনালটির নির্মাণকাজ শেষ হলে ১৪ মিটার ড্রাফটের বিশাল জাহাজকে সেবা দিতে পারবে চট্টগ্রাম বন্দর। নতুন এসব সংযোজন বন্দরের হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে অনেকাংশে।

অপরাধ দমনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি : মাত্র দেড় দশক আগেও চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর ডাকাতপ্রবণ হিসেবে পরিচিত ছিল। বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কোস্ট গার্ডের পদক্ষেপে এই জলসীমা এখন অপরাধমুক্ত। সেই চুরি-ডাকাতি নেই। এর ফলে বন্দরের সুনাম বেড়েছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। বাণিজ্যিক জাহাজে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতি, দস্যুতা ও চুরির ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রেটিং প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক সংগঠন রিক্যাপ। সেখানে গত কয়েক বছর চট্টগ্রাম বন্দরকে জিরো ক্রাইম বা অপরাধমুক্ত বন্দর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিক্যাপের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চট্টগ্রাম বন্দরের জলসীমায় ২০১৯ সালে দস্যুতার ঘটনা শূন্যে নেমে আসে। সে বছর বিভিন্ন দেশের জলসীমায় ৮২টি ঘটনা রেকর্ড করেছে রিক্যাপ। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় কোনো ঘটনা ঘটেনি। এরপর থেকে বাংলাদেশের জলসীমা দস্যুমুক্ত রয়েছে। এই সাফল্য বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

নিরাপদ বন্দর : শুধু জলসীমা নয়, বন্দরের অভ্যন্তরেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশ্বমানের। বন্দরের প্রায় পুরো অংশই সিসি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে। অত্যাধুনিক কন্ট্রোল সেন্টার থেকে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি মনিটরিংয়ের পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস) কোড কমপ্লায়েন্ট এই বন্দরের অভ্যন্তরে পণ্য রেখে আর নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতিটি প্রবেশপথে 'অ্যাকসেস কন্ট্রোল' রয়েছে। অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বন্দরের নিজস্ব ফায়ার ইউনিটে রয়েছে ফায়ার ফাইটিং ফোম টেন্ডার, রেসকিউ ভেহিকেল, রিকভারি ভেহিকল। বন্দর এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা।

উপসংহার

নোবেলবিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ রবার্ট লুকাস বলেছিলেন, শুধু সস্তা শ্রম আর কাঁচামাল থাকলেই যে বিদেশি পুঁজি আকর্ষণ করা যাবে– তা নয়। দেশের আইনি পরিকাঠামো, অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিবেশও বিনিয়োগবান্ধব হতে হবে। সবার ওপরে দরকার নির্ভর করার মতো আর্থিক নীতি। তাহলেই বিদেশি বিনিয়োগ আসতে শুরু করে। একটি বিদেশি কোম্পানি ভালো ব্যবসা করলে অন্যদের কাছে তার খবর পৌঁছে যায়। আর এতেই বিদেশি বিনিয়োগ আসাটা ক্রমে সহজ হয়ে যায়।

আশার কথা হলো, চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশি বিনিয়োগের এই ধারা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বন্দর খাতের বৈশ্বিক জায়ান্টরা এখানে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ খুঁজে পেয়েছে। এটা অবশ্যই আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক ও গর্বের বিষয়। এই সাফল্য ধরে রাখতে পারলে চট্টগ্রাম বন্দরের বৈশ্বিক গুরুত্ব আরও বেড়ে যাবে। লয়েড'স লিস্টে চট্টগ্রাম বন্দরের যে অগ্রগতি, তা আরও বেগবান হবে। শুধু তা-ই নয়, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হলে চট্টগ্রাম বন্দরের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে কর্মী– সব অংশীজনই কার্যদক্ষতায় আরও সমৃদ্ধ হবেন। পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আরও সুসংহত হবে।

২০২৩ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ৩০ লাখ ৫০ হাজার টিইইউর বেশি। 'থ্রি মিলিয়ন টিইইউস ক্লাব'-এ জায়গা পোক্ত করতে ভূমিকা রেখেছে নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি

মেরিটাইম খাতে পরিচ্ছন্ন আগামী

আশা জাগাচ্ছে অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার

বন্দরবার্তা ডেস্ক

সভ্যতা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণের প্রভাবে সাগর, বাতাস, জলবায়ু থেকে শুরু করে জীবজগতের সকল স্তর তথা বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দূষণের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূপৃষ্ঠ ও সমুদ্রের তাপমাত্রা হু-হু করে বাড়ছে। এমন অবস্থায় অন্যান্য শিল্প খাতের মতো মেরিটাইম খাতও পরিবেশ দূষণে লাগাম টানতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে শিপিং খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ। সেসঙ্গে প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির দূষণের মাত্রা কমাতে নানা ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার (ওসিসি) তেমনই এক অভিনব প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলন্ত অবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত জাহাজের কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ওসিসি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাহাজ থেকে নিঃসরিত কার্বন সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সংগৃহীত কার্বন পুনঃব্যবহার বা সংরক্ষণ করে। ওসিসি প্রযুক্তির কল্যাণে জাহাজে উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাসরি বাতাসে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে না। বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত হলে পরিবেশবান্ধব মেরিটাইম খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে।

পরিবেশ দূষণে মেরিটাইম খাতের প্রভাব

মেরিটাইম খাত বৈশ্বিক অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ পণ্য সমুদ্রপথে পরিবাহিত হয়। মেরিটাইম খাত সারা বিশ্বে পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি কোটি কোটি মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিবহন, পর্যটনসহ নানা ধরনের পরিষেবা প্রদান করে। ইন্টারন্যাশনাল আন্ডাররাইটিং অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে, ২০২২ সালের মার্চ মাসে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক বহরে কর্মক্ষম জাহাজের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩ সহস্রাধিক।

বিশাল এই নৌবহর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের অন্যতম প্রধান উৎস। কার্যক্রম পরিচালনার সময় বৈশ্বিক বাণিজ্যিক নৌবহর কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো ক্ষতিকারক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমানে বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের ৩ শতাংশ আসে মেরিটাইম খাত থেকে। এমন অবস্থায় পরিবেশ রক্ষায় ২০৫০ সাল নাগাদ মেরিটাইম খাতের কার্বন নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)।

মেরিটাইম খাতে পরিবেশবান্ধব নিয়ম-নীতি

পৃথিবীর তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি কার্যকর করা হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ১৯৫টি দেশ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখতে কাজ করছে। এদিকে ২০১৮ সালে বিশ্বজুড়ে শিপিং খাতের কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ ছিল ১০৭ কোটি ৬০ লাখ টন। শিপিং খাতের কার্বন নিগর্মন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ২০৫০ সাল নাগাদ শিপিং খাতের নিঃসরণের মাত্রা ২০০৮ সালের তুলনায় ১৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। যা প্যারিস চুক্তির বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যাহত করবে।

চলমান পরিস্থিতিতে মেরিটাইম খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে একদিকে কার্বন নিঃসরণের ওপর জরিমানা আরোপ করছে অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ডিকার্বোনাইজেশনের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে আইএমও। '২০২৩ আইএমও গ্রিনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) স্ট্র্যাটেজি' অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক শিপিং খাতের বার্ষিক কার্বন নিঃসরণ ২০০৮ সালের তুলনায় অন্তত ২০ শতাংশ (সম্ভব হলে ৩০ শতাংশ) এবং ২০৪০ সাল নাগাদ অন্তত ৭০ শতাংশ (সম্ভব হলে ৮০ শতাংশ)

কমিয়ে আনা হবে। সেসঙ্গে ২০৩০ সাল নাগাদ মেরিটাইম খাতে ৫ থেকে ১০ শতাংশ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহারের আশাবাদ ব্যক্ত করে সংস্থাটি।

আইএমওর ইসি-আইএমও এনার্জি এফিসিয়েন্সি প্রজেক্টে ১ কোটি ইউরো অর্থায়ন করেছে ইউরোপিয়ান কমিশন (ইসি)। সেসঙ্গে মেরিটাইম খাতের দূষণ রোধে ২০০৫ সালে চালু হওয়া এমিশন ট্রেডিং স্কিমে (ইটিএস) শিপিংকে অন্তর্ভুক্ত করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ২০২০ সালে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভোটের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইটিএসের নতুন সংশোধনী প্রস্তাবে 'ফিট ফর ৫৫' প্যাকেজ যুক্ত করা হয়েছে। এর আওতায় ২০৩০ সাল নাগাদ ইউরোপীয় ইউনিয়নজুড়ে শিপিং খাতের কার্বন নির্গমন ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫৫ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান কমিশন, ইইউ কাউন্সিল এবং ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের আলোচনা শেষে ইটিএসে মেরিটাইম খাতের সংশোধনীটি বর্তমান রূপ পায়। যা গত বছর জুনে কার্যকর হয় এবং চলতি বছর জানুয়ারি থেকে কার্গো ও যাত্রীবাহী জাহাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সংশোধনী অনুযায়ী, ৫ হাজার টন বা ততোধিক গ্রস টনেজের জাহাজ ইটিএসের আওতায় পরবে। ফলস্বরূপ আনুমানিক ২৪ হাজার জাহাজকে প্রতি টন কার্বন উৎপাদনের জন্য ইটিএস এমিশন অ্যালাউন্স ক্রয় ও সমর্পণ করতে হবে।

ইটিএসের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিপিং খাতের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রথমত আন্তঃইউরোপ রুটে চলাচলকারী জাহাজের মোট কার্বন নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ইটিএসের আওতায় ইউরোপের বন্দরে নোঙর করা জাহাজের মোট নিঃসরণ এবং ইইউর বন্দর থেকে ইউরোপের বাইরের বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করা জাহাজের নিঃসরণের অর্ধেককে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়।

অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করায় শিল্পকারখানা এবং পরিবহন খাতের নির্গত ধোঁয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ প্রচুর পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস মিশে থাকে। কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি দূষিত বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে পৃথক করে বাতাসকে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ করে তোলে। অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার (ওসিসি) প্রযুক্তি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে চলমান জাহাজ থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশার আগেই পৃথক করে। পৃথকীকৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড পরবর্তীতে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন খাতে পুনর্ব্যবহার কিংবা সাগরের তলদেশে স্থায়ীভাবে মজুদ করা হয়।

অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের মতো পরিবেশবান্ধব জ্বালানির মূল্য একদিকে যেমন আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে এর সরবরাহও অপ্রতুল। সেসঙ্গে বিশ্বজুড়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার উপযোগী জাহাজের সংকট রয়েছে, যা মেরিটাইম খাতের ডিকার্বোনাইজেশন প্রক্রিয়াকে স্লথ করে দিচ্ছে। এমন অবস্থায় পরিবেশবান্ধব নিয়মনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ শিপিং খাতের ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছে ওসিসি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বহরে থাকা পুরনো নৌযান (প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানি চালিত) ব্যবহার করেও কার্বন নিঃসরণে লাগাম টানা সম্ভব।

কার্বন ক্যাপচার পদ্ধতি

শিল্পক্ষেত্রের দূষণ রোধে গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থলভাগে থাকা শিল্পকারখানায় মূলত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। চলন্ত জাহাজে অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি ব্যবহারে নানাবিধ প্রতিকূলতা থাকলেও সময়ের সাথে সাথে মেরিটাইম খাতে ওসিসির প্রয়োগ বাড়ছে।

প্রি-কমবাসচন সিস্টেম ও পোস্ট-কমবাসচন সিস্টেম; এই দুই ধাপে অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তিতে দূষিত বাতাস থেকে কার্বন সংগ্রহ করা হয়। প্রি-কমবাসচন সিস্টেমে জ্বালানি থেকে কার্বন পৃথক করে সেটাকে হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে পোস্ট-কমবাসচন সিস্টেমে এগজস্ট গ্যাস পরিষ্কার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথক করা হয়। দুইটি পদ্ধতির মধ্যে পোস্ট-কমবাসচন সিস্টেম অধিক কার্যকর। এই পদ্ধতিতে কার্বন পৃথকীকরণের যন্ত্রপাতি সাধারণত জাহাজের এগজস্ট ফানেলের ভেতর বা কাছাকাছি প্রতিস্থাপন করা হয়। জাহাজের দূষিত বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথকীকরণের পর ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটাকে বায়বীয়, তরল বা খনিজে পরিণত করে সংরক্ষণ করা হয়। দূষিত বাতাস থেকে সংগৃহীত কার্বন পরবর্তীতে উপযুক্ত অবকাঠামোতে স্থানান্তরের জন্য জাহাজে সেটা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী সময়ে কার্বন যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার এবং কার্বন পরিশুদ্ধি ব্যবস্থা বা ট্রিটমেন্ট সিস্টেমকে জাহাজের অন্যান্য সিস্টেমের সঙ্গে সমন্বিত করতে হয়।

পোস্ট-কমবাসচন ধাপে কার্বন পৃথকীকরণ করতে শিপিং খাত বেশ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করে থাকে। বর্তমানে কার্যক্ষম জাহাজগুলোকে সংস্কার করে এসব পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়, না হয় নতুন জাহাজের নকশায় অত্যাধুনিক এসব সিস্টেম জুড়ে দেওয়া হয়।

রাসায়নিক শোষণ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক (মনোইথানোলামাইন, অ্যামোনিয়া সলিউশন বা পানিতে দ্রবীভূত অ্যামিন) দ্রাবকে পূর্ণ একটি শোষণ ইউনিট ব্যবহার করে ওয়েট স্ক্রাবিংয়ের মাধ্যমে এগজস্ট গ্যাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করা হয়। তারপর এই দ্রাবকটি একটি ডেজর্বারের মধ্য দিয়ে যায়, যা দ্রাবক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড আলাদা করে সেটিকে আবার পুনর্ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় বলে অত্যন্ত দক্ষতা ও যত্নশীলতার সাথে এই প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হয়।

মেমব্রেন সেপারেশন পদ্ধতি

মেমব্রেন সেপারেশন বা ঝিল্লি পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো দূষিত পদার্থগুলোকে শোষণ করতে পরিস্রাবণ যন্ত্র হিসেবে ঝিল্লি বা মেমব্রেনস ব্যবহার করা হয়। এতে অর্ধ-ভেদ্য কাপড় দিয়ে তৈরি মেমব্রেন ফিল্টার ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করা হয়। মেমব্রেন ফিল্টারের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু অণু অতিক্রম করলেও কার্বনের মতো দূষিত পদার্থ এতে আটকে যায়। তবে আর্দ্রতা, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার অক্সাইডের মতো অতিরিক্ত গ্যাসের উপস্থিতি এই পদ্ধতির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। যার ফলে ঘনঘন মেমব্রেন ফিল্টার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন করতে হয়।

ক্রায়োজেনিক ক্যাপচার

এই পদ্ধতিতে তাপমাত্রা কমিয়ে এগজস্ট গ্যাসকে ঠান্ডা করা হয়। এতে করে এগজস্ট গ্যাসে থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনীভূত হয়ে তরলে পরিণত হয়। জাহাজ বন্দরে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তরলীকৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ক্রায়োজেনিক স্টোরেজ ট্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ক্রায়োজেনিক কার্বন ক্যাপচার পদ্ধতি কাজ করে বিধায় এর সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হলে জাহাজের অন্যান্য সিস্টেমের সঙ্গে এটিকে সমন্বিত করতে হয়।

নিওপ্যানাম্যাক্স জাহাজে প্রথমবারের মতো কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজ সিস্টেম প্রতিস্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ক্লাসএনকে

এগজস্ট গ্যাস বিশুদ্ধকরণের কার্যকারিতা মূলত কার্বন ক্যাপচার সিস্টেমের ধরন ও সক্ষমতা, ব্যবহৃত রাসায়নিক, জ্বালানির ধরন, জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ এবং এগজস্ট গ্যাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। এগজস্ট গ্যাস থেকে কার্বন পুরোপুরি আলাদা না করা গেলেও জাহাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কার্বন সংক্ষরণের পর্যাপ্ত জায়গা এবং সহায়ক সিস্টেম মজুদ থাকলে সর্বোচ্চ পরিমাণ কার্বন অপসারণ করা সম্ভব।

জাহাজে ধারণকৃত কার্বন সংরক্ষণ

বিভিন্ন পন্থা ব্যবহার করে তরল, বায়বীয় বা খনিজ আকারে ধারণকৃত কার্বন সংরক্ষণ করা হয়। খনিজকরণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন খনিজের সাথে বিক্রিয়া করে সলিড কার্বোনেট তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে সেটা কনটেইনারে সংরক্ষণ করা হয়। তবে স্থান সংকুলান ও তরল কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধার কথা বিবেচনা করে চলন্ত জাহাজে কার্বন সংরক্ষণের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হলো তরলীকরণ।

ধারণকৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্রায়োজেনিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য চাপ এবং উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ প্রেশারাইজড ও ইনসুলেটেড ট্যাংকে সেটাকে সংরক্ষণ করা হয়। যার ফলে জাহাজের কিছু অংশ এ ধরনের ট্যাংক বসানোর জন্য ছেড়ে দিতে হয়। তরলীকৃত কার্বন এবং এলপিজির ধরন একই রকম। এ কারণে আইজিসি কোড (ইন্টারন্যাশনাল কোড ফর দ্য কন্সট্রাকশন অ্যান্ড ইক্যুইপমেন্ট অব শিপস ক্যারিং লিকুইডিফাই গ্যাসেস ইন বাল্ক) অনুযায়ী, টাইপ সি লিকুইডিফাই গ্যাস ট্যাংক প্রেশারাইজড তরল কার্বন পরিবহনের আদর্শ ধারক। অদাহ্য ও বিষাক্ততার পরিমাণ কম হওয়ায় হাইড্রোকার্বনের তুলনায় কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করা নিরাপদ। তবে ধারণকৃত কার্বনের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে টাইপ সি ট্যাংকগুলোকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখতে হয়। তা না হলে স্টোরেজ সিস্টেম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার শঙ্কা থাকে। জাহাজ নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ধারণকৃত কার্বনকে হয় উপকূলে অবস্থিত অবকাঠামোয় স্থানান্তর করা হয়, না হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবাহী ট্যাংকার দিয়ে ইউটিলাইজেশন হাবে পাঠানো হয়।

ধারণকৃত কার্বনের পুনর্ব্যবহার

ধারণকৃত কার্বনের পুনর্ব্যবহার এবং উপযোগিতা সাশ্রয়ী কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, ধারণকৃত কার্বনের চাহিদা ও ধরন এবং কার্বন রূপান্তর প্রক্রিয়ার জ্বালানি খরচের ওপর নির্ভরশীল। তেল, গ্যাস, কৃষি থেকে শুরু করে কোমল পানীয় তৈরিতে এই কার্বন ব্যবহার করা হয়।

তেল উত্তোলনকে গতিশীল করতে তেলের খনিতে 'এনহ্যান্স অয়েল রিকভারি' (ইওআর) কৌশল প্রয়োগ করা হয়। ইওআর পদ্ধতিতে তেলের খনিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ইনজেক্ট করা হয়। যার ফলে খনির সামগ্রিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং তেল উত্তোলন কেন্দ্রের অভিমুখে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়া কার্বন ডাই-অক্সাইড তেলের সাথে মিশে এর গতিশীলতা বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে খনিতে থাকা তেল সহজেই প্রবাহিত হয়। এছাড়া শিপিং ও বিমান খাতে ই-মিথানলের মতো পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জ্বালানি সহজলভ্য করতে ধারণকৃত কার্বন পুনর্ব্যবহার করা হয়। কম-কার্বন যুক্ত হাইড্রোজেনের সঙ্গে ধারণকৃত কার্বন সমন্বিত করে পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিম ই-মিথানল উৎপাদিত হয়। যা পরবর্তীতে মিথানোলেশন চুল্লিতে সংশ্লেষিত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধতা অর্জন করে।

তেল ও গ্যাস শিল্প ছাড়াও নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত কংক্রিট তৈরিতে এই কার্বন পুনর্ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কোমল পানীয়র বুদবুদ তৈরিকে কার্বন ব্যবহার করা হয়। তবে কৃষি, অ্যাকুয়াকালচার এবং শৈবাল চাষে এর ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

জাহাজে কার্বন ক্যাপচার ও সংরক্ষণের সম্ভাব্যতা

২০৫০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক শিপিং খাতকে কার্বনমুক্ত করতে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ওসিসি প্রযুক্তি সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও কার্যকর করে তুলতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর পাশাপাশি চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদি আরবের মতো এশীয় দেশগুলোও নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর পাশাপাশি এক্সন, সৌদি আরামকো, টোটাল, শেল, মিৎসুবিশি, স্টল্ট, ডিএনভির মতো শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলোও কোটি কোটি টাকার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

২০২১ সালে একটি সম্মিলিত গবেষণা পরিচালনা করে স্টেনা বাল্ক এবং অয়েল অ্যান্ড ক্লাইমেট ইনশিয়েটিভ (ওজিসিআই)। সেই গবেষণা অনুযায়ী, এলএনজি ক্যারিয়ারে কার্বন ক্যাপচার সিস্টেম ব্যবহার করা সবচেয়ে সহজ। বিশুদ্ধ জ্বালানি ব্যবহার, এগজস্ট গ্যাস থেকে সৃষ্ট বর্জ্য তাপ নিষ্কাশন উপযোগী ইঞ্জিন এবং ক্রায়োজেনিক কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধারণকৃত তরল কার্বন সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করায় এলএনজি ক্যারিয়ারে ওসিসি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বেশি।

অন্যদিকে কারিগরিভাবে সুয়েজম্যাক্সের মতো বৃহদাকার জাহাজেও ওসিসি প্রযুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে রাসায়নিক শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহদাকার জাহাজে কার্বন ক্যাপচার করা হয়। এতে করে ওসিসি প্রযুক্তি প্রতিস্থাপন ও পরিচালন ব্যয়ের পাশাপাশি স্টোরেজ ট্যাংক, কম্প্রেসার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন বাবদ মূলধন ব্যয় বেড়ে যায়। তবে বৃহদাকার জাহাজের ইঞ্জিন কার্বন ক্যাপচার ও ধারণ উপযোগী করে সংস্কার করা হলে ব্যয় অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

ওসিসির ব্যয় মূলত জাহাজের দূষিত বাতাস থেকে কতটা কার্বন পৃথক করা হবে এবং ধারণকৃত কার্বন অফলোডের ক্ষেত্রে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে তার ওপর নির্ভর করে।

একাধিক গবেষণায় পরিচালন ব্যয়ের পাশাপাশি অবকাঠামো ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায় ধারণকৃত কার্বন অফলোডিং সুবিধাসম্পন্ন অবকাঠামো অপ্রতুল। বন্দরগুলো শিল্প খাতে ব্যবহৃত কার্বন শিপমেন্ট হ্যান্ডলিংয়ে সক্ষম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে জাহাজ থেকে ধারণকৃত কার্বন অফলোড এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা মজুদ নেই। বন্দরগুলোকে ওসিসি উপযোগী করে তুলতে 'নর্দান লাইটসের' মতো যৌথ প্রকল্প হাতে নিয়েছে ইক্যুইনর, শেল এবং টোটালএনার্জি। এই প্রকল্পের আওতায় ধারণকৃত তরল কার্বন বহন উপযোগী বিশেষায়িত জাহাজ নির্মাণ করা হচ্ছে। চীনের বন্দরনগরী দালিয়ানে সাড়ে সাত হাজার ঘনমিটার কার্গোবাহী তিনটি বিশেষ জাহাজ তৈরি করা হচ্ছে। চলতি বছর দুইটি জাহাজ সরবরাহ করা হলে নর্দান লাইটস প্রকল্পের পক্ষ থেকে জাপানি কোম্পানি কে-লাইন কার্বন পরিবহনের কাজে সেগুলো পরিচালনা করবে।

উপসংহার

মেরিটাইম খাতের অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি এখনো বিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই শিপিং খাতে ওসিসির চাহিদা এটাই প্রমাণ করে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। অন্যদিকে জাতিসংঘের মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন কমিটির ৮১তম বৈঠকে পুরনো জাহাজ সংস্কারের মাধ্যমে ওসিসি প্রযুক্তির প্রয়োগের বিষয়টি উঠে এসেছে। যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনবোর্ড কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তির অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত করবে।

তেল, গ্যাস, কৃষি খাত থেকে শুরু করে কোমল পানীয় তৈরিতে ধারণকৃত কার্বন পুনর্ব্যবহার করা হয়

আইএমও লিগ্যাল কমিটি নতুন নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে

সিফেয়ারাররা অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে বিদেশি বিচার ব্যবস্থায় আটক হলে তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করার জন্য আইএমও লিগ্যাল কমিটি একটি নতুন নির্দেশিকা চূড়ান্ত করেছে। ২২ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত লন্ডনে অনুষ্ঠিত লিগ্যাল কমিটির ১১১তম সেশনে এই নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আইএমওতে কানাডার স্থায়ী প্রতিনিধি গিলিয়ান গ্রান্ট।

এই নির্দেশিকাগুলো এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হবে, যেখানে সিফেয়ারাররা তাদের দেশের বাইরে অন্য কোনো বিচার ব্যবস্থায় অপরাধের সন্দেহে আটক করা হতে পারে। নির্দেশিকাগুলো তদন্ত এবং আটককালে সমুদ্রগামী নাবিকদের যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে কাজ করবে।

আইএমও-এর সেক্রেটারি জেনারেল মি. আর্সেনিও ডমিনগেজ, তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, 'সিফেয়ারারদের ভালো থাকা শুধু তাদের জন্যই নয়, আমার এবং আইএমও-এর সকল সদস্যপদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্দেশিকাগুলো তাদের সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করবে।'

নির্দেশিকাগুলোতে পোর্ট স্টেটস, ফ্লাগ স্টেটস, উপকূলবর্তী দেশসমূহ, সিফেয়ারারদের দেশ, জাহাজের মালিক এবং সিফেয়ারারদের জন্য নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চূড়ান্ত নির্দেশিকাগুলো যৌথ আইএলও/আইএমও ত্রিপাক্ষিক ওয়ার্কিং গ্রুপে জমা দেওয়া হবে। তারা আরও পরিমার্জনার জন্য এটি পর্যালোচনা করবে। এরপর এটি আইএলও-এর পরিচালনা পর্ষদ এবং আইএমও লিগ্যাল কমিটির অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।

নতুন টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা :
সিফেয়ারারদের জাহাজ পরিত্যাগের তথ্যভাণ্ডার পর্যালোচনা এবং আপডেট করার জন্য একটি নতুন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। আইএলও/আইএমও তথ্যভাণ্ডারে বিশ্বব্যাপী পরিত্যক্ত জাহাজ ও জাহাজ পরিত্যাগকারী সিফেয়ারারদের আপডেটেড তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ব্যবস্থার আপগ্রেডে ডেটা নির্ভুলতা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং জাহাজ পরিত্যাগের ঘটনার দ্রুত সমাধানে সহায়তা করবে।

১১১তম সেশনের ফলাফল :
সিফেয়ারারদের প্রতি ন্যায্য আচরণ ছাড়াও লিগ্যাল কমিটি আরও কয়েকটি বিষয়ে বড় অগ্রগতি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণামূলক নিবন্ধন এবং প্রতারণামূলক রেজিস্ট্রি, অটোনমাস শিপিং, দায়সীমা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ব্যবস্থা এবং বিমা কোম্পানি ও প্রশংসাপত্র গ্রহণ বিষয়ক নির্দেশিকা।

এই নতুন নির্দেশিকাগুলো সমুদ্রগামীদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে এবং তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ বিশ্বজুড়ে অস্বাভাবিক দ্রুততায় রঙ হারাচ্ছে প্রবালপ্রাচীরগুলো

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জেরে ধ্বংস হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ, ফ্লোরিডা উপকূল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবালপ্রাচীরগুলো। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সমুদ্রের তাপমাত্রা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীজুড়ে কোরাল ব্লিচিং বা সামুদ্রিক শৈবালের রঙ হারানোর গতি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। গত এক বছরে বিশ্বের প্রধান সামুদ্রিক অববাহিকাগুলোর ১২ শতাংশ প্রবালপ্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত বিশ্বের ৫৪ শতাংশ প্রবালপ্রাচীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে এবং এই সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে ১ শতাংশ করে বাড়ছে।

➤ যুদ্ধের প্রভাবে মানসিক অবসাদে ভুগছে ইউক্রেনীয় নাবিকেরা

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ টানা তিন বছর চলছে। শক্তিশালী ইন্টারনেটের বদৌলতে বাড়ি থেকে দূরে থাকা ইউক্রেনীয় নাবিকদের কাছে যুদ্ধের সব খবর মুহূর্তেই পৌঁছে যাচ্ছে। শত শত মাইল দূর থেকে আত্মীয়-পরিজনদের যুদ্ধের সাথে লাগাতার লড়তে দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন ইউক্রেনের নাবিকেরা। মেরিটাইম বিষয়ক ক্যাথলিক দাতব্য সংস্থা স্টেলা মারিস জানায়, একদিকে নিকটজনদের জন্য কোনো কিছু করতে না পারার অসহায়ত্ব ও যোগাযোগহীনতা, অন্যদিকে দেশে ফিরলে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতের যোগদানের ভয় নাবিকদের দিন দিন হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত করে তুলছে।

➤ পরিবেশবান্ধব নেক্সট জেনারেশন কনটেইনারশিপ চালু করছে জাপান

উপকূলীয় শিপিং কোম্পানি ইমোটো লাইনস এবং মেরিন সফটওয়্যার কোম্পানি মেরিনডোসের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাপানি কনর্সোটিয়াম ২০২৭ সাল নাগাদ জিরো-এমিশন নেক্সট জেনারেশন কনটেইনারশিপ চালু করবে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ২০০ টিইইউ ধারণক্ষমতা-সম্পন্ন জাহাজটি তিনটি ২ হাজার কিলোওয়াটআওয়ার কনটেইনারজাত ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত হবে। পরবর্তীতে এটিকে হাইড্রোজেন, জৈব বা কৃত্রিম জ্বালানি ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হবে। সীমিত সংখ্যক স্বল্প দক্ষ নাবিকই শোর অপারেশন সেন্টারের সহায়তায় জাহাজটি পরিচালনা করতে পারবে।

➤ জাহাজের গতি কমানোয় কমেছে ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের দূষণ

জাহাজের গতি কমানোর মাধ্যমে 'প্রোটেকটিং ব্লু হোয়েলস অ্যান্ড ব্লু স্কাই' স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্প নীল তিমি সুরক্ষা এবং সাগরের বায়ু ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২৩ সালে ৩৩টি আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানি এই প্রকল্পে অংশ নেয়। এসব কোম্পানির জাহাজ ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে ১০ নট বা তার চেয়ে ধীরগতিতে চলাচল করে। যার ফলে ১ হাজার ২৫০ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড ও ৪৫ হাজার মেট্রিক টন আঞ্চলিক গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমেছে এবং প্রতি ট্রানজিটে শব্দদূষণ ২০১৬ সালের তুলনায় ৫ দশমিক ৪ ডেসিবল হ্রাস পেয়েছে।

কনটেইনারের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ফ্রেইট রেট

বিশ্বজুড়ে কার্গোর চাহিদা বৃদ্ধি ও সুয়েজ খালের পরিবর্তে উত্তমাশা অন্তরীপে জাহাজ চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় ফ্রেইট রেট ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শিপিং খাতের 'পিক সিজনেও' কনটেইনার জাহাজের সব ধরনের ফ্রেইট রেট বা এফএকের উর্ধ্বমুখিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে শিপিং কনসালট্যান্সি কোম্পানি এমএসআই।

লোহিত সাগরে চলমান সংকট অব্যাহত থাকলে ফ্রেইট রেটের উর্ধ্বমুখিতা বজায় থাকবে। সংকট কাটিয়ে সুয়েজ খালে পুনরায় জাহাজ চলাচল শুরু হলে চাহিদা-জোগানের বর্তমান সমীকরণ বদলে যাবে এবং ফ্রেইট রেটে ধস নামবে। তবে অচিরেই এই সংকট নিরসনের সম্ভাবনা নেই বলে বছরের শেষার্ধে ইতিবাচক অবস্থান ধরে রাখবে শিপিং খাত। এদিকে কার্গো চাহিদা ও জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রতি ৪০ ফুটের এফএকে বাড়িয়েছে সিএমএ সিজিএম, হ্যাপাগ-লয়েড, এমএসসির মতো শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো।

সোমালি জলদস্যুদের পুনরুত্থানে হুমকির মুখে মেরিটাইম সিকিউরিটি

২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্বজুড়ে ৩৩টি সশস্ত্র ডাকাতি ও জলদস্যু হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৬টি বেশি। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে জলদস্যুদের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো (আইএমবি)।

বছরের প্রথম তিন মাসে জলদস্যুরা ৬টি জাহাজে হামলার চেষ্টা চালায়, একটি জাহাজকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে এবং ২৪টি জাহাজে উঠে এসে হামলা চালায়। এ সময় জলদস্যুরা দুটি জাহাজ ছিনতাই করতে সক্ষম হয়। এসব হামলায় দস্যুরা একজন ক্রুকে হুমকি প্রদান, ৯ জন ক্রুকে অপহরণ এবং ৩৫ জন ক্রুকে জিম্মি করে। জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাহাজ মালিক ও মাস্টারদের বেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসের (বিএমপি ৫) সর্বশেষ নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে আইএমবি।

সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহরের ১০০ জাহাজ সংস্কার করছে সিএমএ সিজিএম

প্রায় ১০০টি জাহাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে বহরকে আরও কার্যক্ষম ও পরিবেশবান্ধব করে তুলছে ফরাসি শিপিং জায়ান্ট সিএমএ সিজিএম। এ লক্ষ্যে ডাচ শিপবিল্ডার্স ডামেনের সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করেছে কোম্পানিটি।

ডানকার্ক এবং আমস্টারডামে অবস্থিত ডামেন শিপরিপেয়ারে জাহাজগুলোর আধুনিকায়ন করা হবে। কার্বন নির্গমন রোধ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এসব জাহাজের বোতে নতুন বাল্ব লাগানো হবে। এর ফলে সিএমএ সিজিএমের ৫ থেকে ১০ শতাংশ জ্বালানি খরচ সাশ্রয় হবে। এছাড়া জাহাজগুলোয় আধুনিক প্রপেলার যুক্ত করা, প্রপেলারের নজল পরিবর্তন এবং সিলিকন পেইন্ট লাগানো হবে; যা জ্বালানি খরচ আরও

সংবাদ সংক্ষেপ

বিশ্বের বৃহত্তম মেরিটাম সিকিউরিটি পার্টনারশিপে শামিল হলো ফিনল্যান্ড

৪৩তম দেশ হিসেবে কম্বাইন্ড মেরিটাইম ফোর্সেসে (সিএমএফে) যোগ দিয়েছে ফিনল্যান্ড। মেরিটাইম খাতে ফিনল্যান্ডের পেশাদারিত্বের প্রশংসা করে সিএমএফের কমান্ডার ভাইস এডমিরাল জর্জ উইকফ বলেন, ফিনল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে জোটের অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথসহ মোট ৩২ লাখ বর্গমাইল সমুদ্রজুড়ে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কাজ করছে আন্তর্জাতিক এই নৌ-জোট। বিশাল এই জলসীমায় সন্ত্রাসবাদ ও দস্যুতা প্রতিহত করার পাশাপাশি সামুদ্রিক পরিবেশ উন্নয়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করছে সিএমএফ।

ক্রুদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিতে পিছিয়ে আছে সাধারণ কার্গো জাহাজ

কর্মক্ষেত্রে ক্রুদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার দৌড়ে অন্যান্য জাহাজের চেয়ে পিছিয়ে আছে সাধারণ কার্গো জাহাজ। ভেসেল ইন্সপেকশন এজেন্সি ইডওয়ালের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, কার্গো জাহাজগুলোয় শক্তিশালী ইন্টারনেট সেবার অনুপস্থিতি এবং বিনোদনের অভাব ক্রুদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেসঙ্গে এসব জাহাজে বিশুদ্ধ পানি, ভালো খাবার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশেরও ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে অদক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও অগ্রগতির সুযোগ না থাকায় সাধারণ কার্গো জাহাজের ক্রুদের অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। যার ফলে তারা ক্লান্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে।

তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত পণ্য পরিবহন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে লাইনারগুলো

অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় ও কার্বন নিঃসরণ রোধে ২০৫০ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ফার্মাসিউটিক্যাল খাত। চিকিৎসা পণ্য পরিবহনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোল্ড চেইন বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পণ্য পরিবহন সক্ষমতা বাড়াচ্ছে শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানিগুলো। ৮১৫টি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত জাহাজে মোট ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৭০০টি রেফার প্লাগ নিয়ে এই দৌড়ে এগিয়ে আছে এমএসসি। অন্যদিকে বছরওয়ারি রেফার প্লাগ বৃদ্ধিতে এমএসসিকে (১৭ দশমিক ৬ শতাংশ) ছাড়িয়ে গেছে ওয়ান (২৩ দশমিক ১ শতাংশ)।

সিরেটসে এয়ার মনিটরিং সলিউশন যুক্ত করেছে ডিপি ওয়ার্ল্ড

সম্প্রতি নিজস্ব ডিজিটাল ফ্রেইট মার্কেটপ্লেস সিরেটসে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে ডিপি ওয়ার্ল্ড। এয়ার ট্র্যাকিং ফিচার যুক্ত হওয়ায় সিরেটসের সেবাগ্রহীতারা এখন সহজেই জল, স্থল ও আকাশ পথে নিজেদের শিপমেন্টের সর্বশেষ অবস্থান জানতে পারবেন। সাপ্লাই চেইনের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ভোক্তার নিকট ফ্রেইট ট্র্যাকিং, লজিস্টিক কমিউনিটি সিস্টেমস ও শিপ শিডিউল সংক্রান্ত সকল তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে ডিপি।

২ থেকে ৫ শতাংশ কমাবে। সেসঙ্গে কয়েকটি জাহাজকে শোর পাওয়ার ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হবে। ২০২৪ সালে মোট ৯টি জাহাজের মেরামতকাজ সম্পন্ন করবে ডামেন।

কানাডা, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় চালু হচ্ছে ডিকার্বোনাইজড করিডোর

উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের একাধিক ক্যারিয়ার কোম্পানি, টার্মিনাল ও বন্দরের সমন্বয়ে গঠিত নর্থ প্যাসিফিক গ্রিন করিডোর কনসোর্টিয়াম (এনপিজিসিসি) পণ্য পরিবহন খাতের কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে একযোগে কাজ করছে। কনসোর্টিয়ামের প্রতিষ্ঠাকালীন নয় সদস্যের উদ্যোগে উত্তর আমেরিকা-এশিয়া রুটে চালু হচ্ছে ডিকার্বোনাইজড করিডোর।

কানাডার প্রিন্স রুপার্ট এবং ভ্যাঙ্কুভার বন্দর ছেড়ে যাওয়া ১০ কোটি টন বাল্ক কার্গোর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এনপিজিসিসির নয় সদস্যের কাছে পৌঁছে। এই বিপুল পরিমাণ পণ্য পরিবহনকে পরিবেশবান্ধব করতে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ায় কম-কার্বনযুক্ত জ্বালানির বাজার ও প্রচলিত প্রপালশনের বিকল্প অনুসন্ধান করছে কনসোর্টিয়ামটি। ডিকার্বোনাইজেশন করিডোরকে শতভাগ কার্যকর করতে বাল্ক পণ্যের উৎপাদক, রেলওয়েসহ পণ্য পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যম, জাহাজ মালিক, অপারেটর, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসহ ভ্যালু চেইনের সকল পক্ষকে এই উদ্যোগে যুক্ত করছে এনপিজিসিসি।

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে শিপারদের অনাগ্রহ

বিশ্বজুড়ে চলমান ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বৈশ্বিক শিপিং খাতকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। যার ফলে শিপাররা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর চুক্তির ধরন অনেকটা বদলেছে। জেনেটার তথ্য অনুযায়ী, বার্ষিক চুক্তির পরিমাণ ৫২ শতাংশ থেকে কমে ৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে তিন থেকে ছয় মাস মেয়াদি চুক্তির পরিমাণ বেড়ে ১৩ থেকে ২৬ শতাংশে পৌঁছেছে।

লম্বা সময়ের জন্য অতিরিক্ত ফ্রেইট রেট এড়াতে শিপাররা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। তবে অবিলম্বে লোহিত সাগর সংকট নিরসনের সম্ভাবনা নেই বলে শিপাররা যেই মেয়াদেই চুক্তি করুক না কেন তা বিগত বছরের চেয়ে ব্যয়বহুল হবে। এমন অবস্থায় সর্বনিম্ন রেটে চুক্তির অপেক্ষায় সময়ক্ষেপণ না করে উচ্চ খরচের ঝুঁকি এড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে জেনেটা।

আঞ্চলিক জলসীমায় স্ক্রাবার ওয়াটার ডিসচার্জে ডেনমার্কের নিষেধাজ্ঞা জারি

ডেনমার্কের আঞ্চলিক জলসীমায় চলাচলকারী জাহাজ থেকে স্ক্রাবার ওয়াটার নিষ্কাশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ডেনিশ সরকার। ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে নিষেধাজ্ঞাটি কার্যকর হবে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ডেনমার্কের জলসীমায় প্রবেশকারী জাহাজগুলোকে ওপেন-লুপের পরিবর্তে ক্লোজ স্ক্রাবার বা কম-সালফারযুক্ত জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে এবং ২০২৯ সাল থেকে ক্লোজ স্ক্রাবারের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হবে।

বাতাসে সালফার নিঃসরণ রোধে ওপেন-লুপ স্ক্রাবার বাফার সলিউশন স্প্রে করে জাহাজের এগজস্ট গ্যাস থেকে সালফার পৃথক করে সেটা ওয়াশওয়াটারের সাথে নিষ্কাশিত করে, যা সমুদ্রের পানিকে আরও অম্লীয় করে তোলে। এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় পিএএইচ রাসায়নিক, নাইট্রেট, ভারী ধাতু ও পার্টিকুলেট ম্যাটারের মতো ক্ষতিকারক পদার্থ নির্গত হয়। এসব ক্ষতিকারক পদার্থ সমুদ্রতলদেশে জমা হয়ে সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলকে দূষিত করে।

শীর্ষ 'মেরিটাইম সিটি'র তকমা ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুর

ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি ডিএনভির শীর্ষ মেরিটাইম সিটির তালিকায় প্রথম স্থান ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের মতো বিগত বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা রটারডাম, লন্ডন ও সাংহাই। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে বুসান।

অত্যন্ত সক্রিয় হবে আটলান্টিকের এবারের হারিকেন মৌসুম

২০২৪ সালের আটলান্টিকের হারিকেন মৌসুম অত্যন্ত সক্রিয় হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কলোরাডো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, এই বছর ১১টি হারিকেনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত এপ্রিলের পূর্বাভাসে সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী রেকর্ড ছিল ৯টি হারিকেনের।

এই মৌসুমে মোট ২৩টি নামকরণকৃত ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি হারিকেনে পরিণত হবে এবং ৫টি প্রধান হারিকেনে রূপান্তর হবে, যাদের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১১ মাইল বা তার বেশি হতে পারে।

হারিকেনের গঠনের নিয়ামকগুলোর মধ্যে অন্যতম আটলান্টিক সাগরের রেকর্ড উষ্ণ তাপমাত্রা। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপ সাগরে আরও অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করবে। এছাড়া পূর্বাভাসটি আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে হারিকেন মৌসুমের শীর্ষ সময়ে সমুদ্রের আবহাওয়া এল নিনো থেকে লা নিনা অবস্থায় পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়েছে। লা নিনা অবস্থায় ক্যারিবিয়ান এবং আটলান্টিকে উচ্চ স্তরের পশ্চিমা বায়ু কমে যায়, যা হারিকেন গঠনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

গবেষকরা বিগত ২৫-৪০ বছরের হারিকেন মৌসুমের তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন মডেলের ওপর ভিত্তি করে এই পূর্বাভাসটি তৈরি করেছেন। সিনিয়র গবেষক ফিল ক্লোটজবাচের মতে, ২০২৪ সালের হারিকেন মৌসুম ১৮৭৮, ১৯২৬, ১৯৯৮, ২০১০ এবং ২০২০ সালের অত্যন্ত সক্রিয় মৌসুমগুলোর সাথে মিল রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বড় হারিকেনের স্থলভাগে আঘাত হানার সম্ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রের পুরো উপকূলের জন্য ৬২ শতাংশ, পূর্ব উপকূলের জন্য ৩৪ শতাংশ, গালফ উপকূলের জন্য ৪২ শতাংশ এবং ক্যারিবিয়ানের জন্য ৬৬ শতাংশ।

লোহিত সাগর এড়িয়ে নৌপরিবহনের ফলে ইইউতে কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে

লোহিত সাগরে হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে পণ্যবাহী জাহাজগুলো ভিন্ন পথে যাত্রা করায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সামুদ্রিক শিপিং খাতের কার্বন নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যারোসের তথ্যমতে, এ বছরের প্রথম দুই মাসে ইইউ শিপিং খাতের নিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণ গত বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেড়েছে।

হুতি বিদ্রোহীদের হামলার কারণে এশিয়া থেকে ইউরোপগামী জাহাজগুলো লোহিত সাগরের পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ (কেপ অব গুড হোপ) হয়ে যাত্রা করছে। ফলে তাদের যাত্রাপথে ৩,০০০ নটিক্যাল মাইল পথ যোগ হচ্ছে। ক্যারোসের মতে, প্রতিটি কনটেইনার জাহাজ অতিরিক্ত ৯০০ টন কার্বন নিঃসরণ করছে, যা পূর্বের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি।

এই পরিস্থিতির ফলে গত চার মাসে অতিরিক্ত ১৩.৬ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হয়েছে, যা প্রায় ৯ মিলিয়ন গাড়ির সমান দূষণ। ইনভার্টো-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অতিরিক্ত নিঃসরণ কোম্পানিগুলোর কার্বন ফুটপ্রিন্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা তাদের নিট জিরো লক্ষ্যে পৌঁছানোকে কঠিন করে তুলছে।

ক্যারোসের সভাপতি অ্যান্টোনিও রোস্ট্যান্ড বলেছেন, 'লোহিত সাগরের পথ পরিবর্তন ডিকার্বনাইজেশন প্রচেষ্টার জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' জাহাজগুলো দ্রুত গতি বাড়াচ্ছে যাতে দীর্ঘ যাত্রার সময় কাটিয়ে উঠতে পারে, যা আরও বেশি কার্বন নিঃসরণ ঘটাচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী মোট বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ বহন করা সামুদ্রিক শিপিং খাত এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কঠোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২৭ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা আইএমও বৈশ্বিক কার্বন কর চালুর পরিকল্পনা করছে।

শিপিং সেন্টার, অর্থায়ন ও আইন, প্রযুক্তি, বন্দর ও লজিস্টিক এবং আকর্ষণীয়তা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা–এই পাঁচ ক্যাটাগরির ভিত্তিতে শীর্ষ মেরিটাইম সিটির ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১৯০ জন বিশেষজ্ঞ ৪৫টি ভিন্ন ভিন্ন সূচকে এই পাঁচ ক্যাটাগরি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এ বছর প্রথমবারের মতো সূচক হিসেবে সবুজ রূপান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আকর্ষণীয়তা, বন্দর ও শিপিং সেন্টার– এই তিন ক্যাটাগরি এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বাকি সবাইকে পেছনে ফেলে তালিকার শীর্ষে পৌঁছেছে সিঙ্গাপুর।

নিম্নমুখী ফ্রেইট রেটে ২০২৩ সালে ওয়ানের মুনাফায় ধস

সম্প্রতি প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিম্নমুখী ফ্রেইট রেটের কারণে ২০২৩ সালে জাপানি শিপিং কোম্পানি ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেসের (ওয়ান) আয় বছরওয়ারি ৫০ শতাংশ কমেছে।

২০২৩ সালে ওয়ানের মোট আয় ছিল ১ হাজার ৪৫০ কোটি ডলার। এ সময় ওয়ানের কর ও সুদ পরিশোধ পূর্ব (ইবিআইটি) রাজস্ব আয় বছরওয়ারি প্রায় ১০০ শতাংশ কমে ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার থেকে ৩৯ কোটি ২০ লাখ ডলারে নেমে আসে। ফ্রেইট রেটের পতন এবং জ্বালানি খরচ বৃদ্ধির কারণে বছরওয়ারি কার্যক্রম ৮ শতাংশ বৃদ্ধি করেও লাভের মুখ দেখেনি ওয়ান। তবে লোহিত সাগর সংকটের কারণে পণ্য পরিবহনে প্রচলিত রুটের পরিবর্তে দীর্ঘায়িত বিকল্প পথ ব্যবহৃত হওয়ায় ২০২৪ সালে প্রায় ১০০ কোটি ডলার মুনাফা অর্জনের পূর্বাভাস ব্যক্ত করেছে ওয়ান।

মুক্তিপণ আদায়ের সফলতা ভারত মহাসাগরে জলদস্যু তৎপরতা বাড়াবে

সাম্প্রতিক সময়ে হর্ন অব আফ্রিকা ও ভারত মহাসাগরে জলদস্যু হামলার ঘটনা বেড়েছে। ক্রুসমেত বাণিজ্য জাহাজকে জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে এসব হামলা চালায় দস্যুরা। ইইউর জলদস্যুবিরোধী সামরিক অভিযান অপারেশন আটলান্টা জানায়, জাহাজ মালিকদের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তিপণ আদায়ে সফল হলে জলদস্যুরা আরও তৎপর হয়ে উঠবে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এমভি রুয়েন এবং চলতি বছর মার্চে এমভি আবদুল্লাহ নামে দুটি বাণিজ্য জাহাজ ছিনতাই করে দস্যুরা। কোনো রকম মুক্তিপণ ছাড়া ভারতীয় নৌবাহিনী এমভি রুয়েনকে মুক্ত করলেও বিপুল পরিমাণ অর্থের (৫০ লাখ ডলার) বিনিময়ে এমভি আবদুল্লাহকে ছাড়িয়ে আনে মালিকপক্ষ। শিপিং-সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে অপারেশন আটলান্টা জানায়, মুক্তিপণ আদায়ের এই সফলতা দস্যুদের আরও বেপরোয়া করে তুলবে। এমন অবস্থায় সোমালি উপকূলে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয় আটলান্টা।

দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে শিপ রিসাইক্লিং

বিমকোর তথ্যমতে, ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে বিশ্বজুড়ে মাত্র ২০ লাখ ডেডওয়েট টনেজ (ডিডব্লিউটি) জাহাজ রিসাইক্লিং করা হয়, যা গত বিশ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

মহামারি ও ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে কয়েক বছর ধরে বৈশ্বিক বহরে পুরনো জাহাজের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ হ্রাস পাওয়ায় পুরনো জাহাজ রিসাইক্লিংয়ের প্রবণতা দিন দিন কমছে। এসব কারণে বিশ্বজুড়ে অত্যাধুনিক ও পরিবেশবান্ধব জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও গত আট প্রান্তিকে গড়ে বৈশ্বিক বহরের দশমিক ১ শতাংশ জাহাজ রিসাইকেল করা হয়। তবে চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কেটে গেলে ২০২৩ থেকে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত শিপ রিসাইক্লিংয়ের পরিমাণ গত দশ বছরের চেয়ে দ্বিগুণ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে বিমকো।

বিশ্ববাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা এখন তারল্য সংকট

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী শিল্পপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জেরে ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে চাঙ্গা হয়ে উঠছে বৈশ্বিক বাণিজ্য। ট্রেডশিফটের বৈশ্বিক সূচক অনুযায়ী,

সংবাদ সংক্ষেপ

ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে আমদানি ছাড়পত্র প্রদান করবে জার্মানি

চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আমদানিকৃত কনটেইনারের ছাড়পত্র প্রদান করবে জার্মান বন্দরগুলো। বন্দর দিয়ে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঠেকাতে বর্তমানে প্রচলিত পিন-ভিত্তিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে 'সিকিউর রিলিজ অর্ডার' পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে। ডাকোসি ও ডিবিএইচ পরিচালিত মাল্টি-সাইট আইটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কনটেইনার আমদানি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পক্ষ ডিজিটালি যুক্ত থাকবে। এই পদ্ধতিতে কনটেইনার বন্দরে প্রবেশের পর থেকে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি সংগ্রহ করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ডিজিটালি নথিভুক্ত করা হবে এবং অনুমোদিত মালিকের বৈধতা নিশ্চিত করা হবে।

ট্রান্সশিপমেন্ট কল বেড়ে যাওয়ায় বন্দরের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে শ্রীলংকা

এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে চলমান ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ক্রমেই বাড়ছে। এমন অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে কার্গো বহনকারী জাহাজগুলো ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য শ্রীলংকার বন্দরগুলো বেছে নিচ্ছে। অতিরিক্ত চাপ সামলাতে কলম্বোর ইস্ট কনটেইনার টার্মিনালের (ইসিটি) সক্ষমতা বাড়াচ্ছে শ্রীলংকা। ইসিটির ৬০০ মিটার দীর্ঘ জাহাজ-ঘাঁটা আগামী বছর পূর্ণোদ্যমে কার্যক্ষম হবে। অন্যদিকে ক্রয়কৃত ১২টি শিপ-টু-শোর ক্রেনের ৩টি বর্তমানে ইসিটিতে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এতে করে দুই ধাপে ইসিটির সক্ষমতা ২৪ লাখ টিইইউতে উন্নীত হবে।

বাল্টিক সাগরে শ্যাডো ফ্লিটের চলাচল বন্ধে সোচ্চার গ্রিনপিস

অনিবন্ধিত, ভঙ্গুর, বিমাবহির্ভূত এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাইলটবিহীন শ্যাডো ফ্লিট সামুদ্রিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এপ্রিলের ১২ তারিখ গ্রিনপিস নরডিকের কর্মীরা বাল্টিক সাগরে চলাচলকারী তেলবাহী ট্যাংকার এমটি জিরকনকে লক্ষ্য করে শ্যাডো ফ্লিটের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। বাংকার ভেসেলটির হালে তারা 'তেলই যুদ্ধ' এবং 'মানুষ শান্তি চায়' এই দুটি প্রতিবাদ বাক্য লেখেন। তবে শ্যাডো ফ্লিটের জাহাজ বাংকারিংয়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছে জিরকন।

কসকো এবং ওওসিএলের বিরুদ্ধে ইউএস এফএমসিতে স্যামসাংয়ের অভিযোগ দায়ের

'অতিরিক্ত ও অবৈধ' ডিটেনশন অ্যান্ড ডেমারেজ চার্জ দিতে বাধ্য করায় কসকো ও ওওসিএলের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল মেরিটাইম কমিশনে (এফএমসি) অভিযোগ দায়ের করেছে স্যামসাং ইলেকট্রনিকস আমেরিকা (এসইএ)। ২০২০ সাল থেকে অভ্যন্তরীণ গন্তব্য পর্যন্ত পরিষেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা পালনে ব্যর্থ হয় কসকো। কসকো স্টোর ডোর টার্মে পণ্য পৌঁছে দেওয়ায় স্যামসাং প্রায় ২২ হাজার ডিটেনশন, ডেমারেজ ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করে। সেসঙ্গে বিলম্বে পণ্য সরবরাহসহ নানাবিধ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় স্যামসাং। ওওসিএলের বিরুদ্ধেও স্যামসাংয়ের অভিযোগ অনেকটা একই রকম।

সংবাদ সংকেত

- বৈরী আবহাওয়া ও লোহিত সাগর সংকটের কারণে সৃষ্ট জাহাজজট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলো। এপ্রিলের শেষে আলজেসিরাস উপকূলে ৫৬ শতাংশ এবং বার্সেলোনায় ৫৭ শতাংশ জাহাজ নোঙর করা ছিল।
- ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে মিথানল, অ্যামোনিয়া ও এলএনজির মতো পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি-চালিত জাহাজের কার্যাদেশ বছরওয়ারি ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় মোট ৬৮টি নতুন কার্যাদেশ চূড়ান্ত হয়।
- কোপেনহেগেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্টনারসের তথ্যমতে, ২০৪০ সাল নাগাদ মিথানলের সরবরাহ কমে যাবে। সরবরাহ ঘাটতির পাশাপাশি মিথানলের জটিল এবং ব্যয়বহুল উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারণে ভবিষ্যতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে শীর্ষস্থান দখল করবে অ্যামোনিয়া।
- ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক এআই কোম্পানি বেয়ারিং সম্প্রতি ফ্লিট ডেপ্লয়মেন্ট টুল ‘ডেপ্লয়মেন্ট প্ল্যানার’ বাজারে ছেড়েছে। টুলটি কার্গো লাইনারদের গতিশীল ও লাভজনক করার পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিবেশবান্ধব নিয়মনীতি মানতে সহায়তা করবে।
- সম্প্রতি ‘কানাডা শিপিং অ্যাক্ট,২০০১’ লঙ্ঘনের আর্থিক জরিমানার পরিমাণ বাড়িয়েছে কানাডা সরকার। বর্তমানে লঘু, মধ্যম ও গুরুতর অপরাধের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ জরিমানার পরিমাণ ২৫ হাজারের বদলে ২ লাখ ৫০ হাজার কানাডীয় ডলার করা হয়েছে।
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাংকারিং হাব সিঙ্গাপুরে এলএনজির দামে প্রায় ১০০ ডলার ছাড় দেওয়া হচ্ছে। মার্চে ৩৮ হাজার ৬০০ টন এলএনজি বাংকার বিক্রি করে টানা চতুর্থ মাস সর্বোচ্চ বিক্রির রেকর্ড করেছে সিঙ্গাপুর।
- বিশ্বের প্রথম কনটেইনার শিপিং কোম্পানি হিসেবে পুরো বহরের ড্রাই কনটেইনারের জন্য রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং ডিভাইস চালু করেছে হ্যাপাগ লয়েড। এখন পর্যন্ত বহরের এক-তৃতীয়াংশ ড্রাই কনটেইনারে প্রতিস্থাপিত ডিভাইসটির মাধ্যমে ভোক্তা যেকোনো সময় তার শিপমেন্টের অবস্থান জানতে পারবে।
- এশিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে কেনিয়াগামী কনটেইনারের ‘পিক সিজন সারচার্জ’ বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে ডেনিশ শিপিং কোম্পানি এপি মোলার-মায়েরস্ক। ২৯ এপ্রিল এবং ১৩ মে থেকে বর্ধিত সারচার্জ আরোপ করা হবে।
- ডেনিশ নৌবাহিনীর ফ্রিগেট নিল জিউম থেকে দুর্ঘটনাবশত উৎক্ষেপিত একটি হারপুন মিসাইলের বুস্টার ও লঞ্চার সক্রিয় রয়ে গেছে। যার ফলে ডেনমার্ক উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যপথে নৌচলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে।
- মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বছরের সর্বোচ্চ পরিমাণ সমুদ্রজাত ক্রুড অয়েল রপ্তানি করেছে রাশিয়া। এ সময় রুশ ক্রুড অয়েলের রপ্তানির পরিমাণ ১৯০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে, যা বিগত পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।
- এপ্রিলের ২ থেকে ৩ তারিখ সৌদি আরবের লাস আল জৌরের ৯৫ নটিক্যাল মাইল পূর্বে একটি বাণিজ্যিক জাহাজের ইলেকট্রিক নেভিগেশন সিস্টেমস (জিপিএস/এআইএস) বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়েছে ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস অফিস।

বিগত পাঁচ প্রান্তিকের মন্দাবস্থা কাটিয়ে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে নতুন কার্যাদেশের সংখ্যা ছিল ঊর্ধ্বমুখী। তবে ক্রমবর্ধমান তারল্য সংকটে বৈশ্বিক বাণিজ্যের এই ইতিবাচক পরিবর্তন বাধাগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ট্রেডশিফট।

ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় মুদ্রাস্ফীতি বেগবান হচ্ছে। এমন অবস্থায় পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে নতুন কার্যাদেশের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এদিকে বাড়তে থাকা বাণিজ্য ও নগদ প্রবাহের অসামঞ্জস্য ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পাশাপাশি সাপ্লাই চেইনের জন্যেও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসার মূলধন মজুদ রাখতে প্রস্তুতকারকেরা সাধারণত সরবরাহকারীদের পাওনা দেরিতে পরিশোধ করে। আগামীতে এই প্রবণতা বাড়লে সাপ্লাই চেইনের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখা কষ্টকর হবে।

দুই বছর পর সচল হচ্ছে ইউক্রেনের কনটেইনার সার্ভিস

২০২২ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে দুই বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেনীয় বন্দরগুলোর কার্যক্রম থমকে ছিল। দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে চলতি বছর মার্চে পুনরায় কনটেইনার পরিষেবা সচলে উদ্যোগী হয়েছে ইউক্রেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ এপ্রিল পানামার পতাকাবাহী ডেডিকেটেড কনটেইনারশিপ প্রোস হোপ ইউক্রেনের বন্দরনগরী কর্নোমরস্কে প্রবেশ করে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সড়কপথ বা দানিউব নদী দিয়ে কনটেইনার আনা-নেওয়া করছে ইউক্রেন। সমুদ্রপথে কনটেইনার পরিষেবা চালু করতে বন্দরগুলোর পাঁচটি টার্মিনাল পুনরায় কার্যক্ষম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে দেশটি। টার্মিনাল চালুর পাশাপাশি কনটেইনার জাহাজের জন্য বিমা কভারেজের বন্দোবস্ত করেছে ইউক্রেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে ইউক্রেনীয় বন্দর সংস্কারে ৫ কোটি ইউরো সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

পরিবেশবান্ধব জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে নতুন আইন প্রণয়ন

পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে ইউরোপীয় শিল্প খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করেছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট (ইপি)। নতুন আইনে ইউরোপে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ৪০ শতাংশ প্রোডাকশন বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।

নেট-জিরো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্টের আওতায় শিপিং খাতে জৈব ও ইলেকট্রোফুয়েলের মতো পরিবেশবান্ধব জ্বালানি অন্তর্ভুক্ত করে পার্লামেন্ট। দীর্ঘদিন ধরে জাহাজ মালিকেরা ইউরোপের বাজারে সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধিতে আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে আসছে। নতুন আইনে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করায় পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে জাহাজ মালিকেরা। ইউরোপিয়ান কমিউনিটি শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইসিএসএ) জানায়, ইপির এই পদক্ষেপ শিপিং খাতে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করবে। যার ফলে শিপিং খাত সহজেই ফুয়েল ইইউ মেরিটাইম রেগুলেশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারবে।

ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে কমছে

মেরিটাইম ডেটা অ্যানালিসিস কোম্পানি সি ইন্টেলিজেন্সের তথ্যমতে, বিগত কয়েক সপ্তাহে এশিয়া-উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, এশিয়া-উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং এশিয়া-ভূমধ্যসাগর রুটে ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের পরিমাণ অনেকাংশে কমেছে।

২০২২ সাল থেকে ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমছে। ২০২৪ সালে যা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছে। অন্যদিকে কয়েক মাস ধরে স্পট রেটেও লাগাতার পতন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সক্ষমতা কমানোর পাশাপাশি ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে স্পট রেটের পতন ঠেকানো গেলেও সেই পথে হাঁটছে না শিপিং কোম্পানিগুলো। কারণ পতন সত্ত্বেও স্পট রেট এখনো লোলিত সাগর সংকট এবং প্রাক-মহামারি সময়ের চেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিম্নমুখী স্পট রেট মোকাবিলায় ব্ল্যাংক সেইলিংয়ের পরিমাণ না বাড়িয়ে উল্টো সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করায় শিপিং খাত দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বছরের প্রথম প্রান্তিকে সিফেয়ারারদের সুখসূচক বৃদ্ধি

সমুদ্রগামী নাবিকদের সুখসূচক ২০২৪ সালের শুরুতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মিশন টু সিফেয়ারার্সের সর্বশেষ সিফেয়ারার্স হ্যাপিনেস ইনডেক্স রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে সুখের স্কোর ছিল ৬.৩৬, যা ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৯৪।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাবিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ন্যায্য মজুরি এবং সময়মতো অর্থ প্রদান ক্রুদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক এবং পরিবারের সাথে উন্নত যোগাযোগের সুযোগ তাদের সুখসূচক বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া সহায়ক কোম্পানি নীতি এবং নেতৃত্বের উদ্যোগ; যেমন বিনোদন সুবিধা, শোর লিভ, উন্নত খাদ্য সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রাধান্য ক্রুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তবে রিপোর্টে এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সমাধানের প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদের চুক্তি, সীমিত শোর লিভ এবং অতিরিক্ত কাজের চাপ কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা, মানসিক চাপ ও ক্লান্তি বাড়াচ্ছে। এছাড়া ন্যায্য কর্মঘণ্টা রিপোর্টিংয়ে অসঙ্গতি এবং কল্যাণ সুবিধার অপ্রতুলতা এখনো নাবিকদের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ।

মিশন টু সিফেয়ারার্সের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্ড্রু রাইট বলেন, ‘২০২৩ সালে সমুদ্রগামী নাবিকদের সুখের স্তরে যে হতাশাজনক মন্দা দেখা গেছে, তারপর ২০২৪ সালের এই ইতিবাচক সূচনা অত্যন্ত উৎসাহজনক। তবে এই উন্নতি ধরে রাখতে হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।’

সমুদ্রগামীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বন্দর পরিচিতি

ওসাকা বন্দর

জাপানের পশ্চিম উপকূলীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হলো পোর্ট অব ওসাকা। এর অবস্থান দেশটির হোনশু দ্বীপের কানসাই অঞ্চলে ওসাকা উপসাগরের তীরে। প্রাচীনকালে ওসাকা বন্দর পরিচিতি ছিল নানিওয়াজু হিসেবে। সে সময় কোরীয় উপদ্বীপ ও চীনের মধ্যে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য এমবার্কেশন পয়েন্ট হিসেবে কাজ করত এই বন্দর।

ওসাকা বন্দরের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু ১৮৬৮ সালে। এরপর থেকে জাপানের ওসাকা শহরকে কেন্দ্র করে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকে। অর্থাৎ ওসাকা শহরের উন্নয়নের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এ বন্দরের। ১৯৫১ সালে প্রথম ওসাকা বন্দরকে স্পেশালি ডেজিগনেটেড মেজর পোর্ট হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। ওসাকা বন্দরের কয়েকটি সিস্টার পোর্ট রয়েছে, যার মধ্যে বুসান বন্দর অন্যতম।

ওসাকা বন্দর আজ কেবল জাপানেরই নয়, বরং এটি গোটা এশিয়াতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে উঠেছে। পুরনো অবকাঠামোর সংস্কার, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও উন্নত বন্দর পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে বন্দরটি ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছে।

ওসাকা বন্দরের বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর কানেক্টিভিটি। এক্সপ্রেসওয়ে ও হাইওয়ে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও পরিবহন হাবগুলোর সাথে সংযুক্ত এই বন্দর। এই সংযোগই বন্দরটিকে সুপার-হাব পোর্টের মর্যাদা এনে দিয়েছে। ২০০৪ সালে কোবে ও ওসাকা পোর্টকে একত্রে হানশিন পোর্ট হিসেবে সুপার-হাব পোর্ট ঘোষণা করা হয়।

লয়েড'স লিস্টের ২০২৩ সালের শীর্ষ ১০০ কনটেইনার পোর্টের তালিকায় ওসাকা বন্দরের অবস্থান ৮২তম। ২০২২ সালের কনটেইনার থ্রুপুটের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই অবস্থান পেয়েছে বন্দরটি। আলোচ্য সময়ে ওসাকা বন্দর দিয়ে কনটেইনার পরিবহন হয়েছে ২৩ লাখ ৯১ হাজার ৩১৭ টিইইউ, যা আগের বছরের তুলনায় ১ দশমিক ৪ শতাংশ কম। ২০২১ সালে কনটেইনার থ্রুপুট ছিল ২৪ লাখ ২৫ হাজার ৬৩৮ টিইইউ। অবশ্য থ্রুপুট কমলেও লয়েড'স লিস্টে অবস্থান পরিবর্তন হয়নি ওসাকার। সে বছরও লয়েড'স লিস্টে বন্দরটির অবস্থান ছিল ৮২তম।

কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বন্দরের সার্ভিস নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। আরেকটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে কর্তৃপক্ষ–দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারের সাথে ওসাকা বন্দরের সংযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বাজারে কার্গো ভলিউম অত্যন্ত দ্রুত বাড়ছে, যা বন্দরগুলোর থ্রুপুট ও রাজস্ব বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

এছাড়া ওসাকা বন্দরে 'কনটেইনার ফাস্ট পাস' নামে নতুন একটি পোর্ট ইনফরমেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে কার্গো ইনফরমেশন সার্ভিসে গতি এসেছে এবং ট্রাক টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় কমেছে। স্মার্টফোন ও জিপিএসনির্ভর এই সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রাক ড্রাইভার ও বন্দর কর্তৃপক্ষ পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করতে পারে।

ওসাকা বন্দরের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হলো সিটি অব ওসাকার পোর্ট অ্যান্ড হারবার ব্যুরো। বন্দরে বেসরকারি অপারেটরের পরিচালনাধীন টার্মিনাল রয়েছে নয়টি। অতিসম্প্রতি বন্দরের টেম্পোজান হোয়ার্ফে নতুন একটি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল চালু করা হয়েছে। এর আয়তন প্রায় ৫ হাজার ৭৮০ বর্গমিটার, যা পুরনো টার্মিনালের প্রায় দ্বিগুণ। বড় আকারের যাত্রীবাহী জাহাজ এই টার্মিনালে ভিড়তে পারবে।

ওসাকা বন্দর দিয়ে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল পণ্য, শিল্প খাতে ব্যবহৃত মেশিনারি, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রপ্তানি হয়। আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, ফুটওয়্যার, বৈদ্যুতিক মেশিনারিসহ অন্যান্য পণ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও বড় ভূমিকা রয়েছে ওসাকা বন্দরের।

মেরিটাইম ইভেন্টস

পোসিডোনিয়া ২০২৪

৩-৭ জুন, এথেন্স, গ্রিস

শিপিং ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম বড় একটি আয়োজন এটি। আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতের বড় অংশীদার হলো গ্রিক জাহাজ মালিকরা। বৈশ্বিক বহরে তাদের জাহাজ রয়েছে চার সহস্রাধিক। পোসিডোনিয়া কেবল গ্রিক জাহাজ মালিক ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন খাতের মধ্যে সেতুবন্ধই তৈরি করে না, বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের জাহাজ মালিকদের এই খাতের সর্বশেষ উদ্ভাবন ও অগ্রগতির সাথে পরিচয়ের সুযোগও তৈরি করে। আন্তর্জাতিক শিপিং মার্কেটে যেসব পণ্য ও সেবা চালু রয়েছে, তার প্রায় সবই প্রদর্শিত হয় পোসিডোনিয়ায়।

বিস্তারিত : https://bit.ly/46rtopy

কোরিয়ান ওশান এক্সপো ২০২৪

১৯-২১ জুন, ইনচিওন, দক্ষিণ কোরিয়া

সমুদ্র শিল্প ও এই খাতের নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিষয়ক একটি বিশেষায়িত প্রদর্শনী এটি। এর আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি আয়োজিত হয় মেট্রোপলিটন এলাকায়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমুদ্রবিষয়ক সংস্থাগুলোর জন্য ক্রেতা আকর্ষণ ও সরবরাহকারী সোর্সিংয়ের জন্য দারুণ এক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে এটি। সমুদ্র শিল্পের বিভিন্ন অংশীজন তাদের পণ্য, সেবা ও সর্বাধুনিক সলিউশন নিয়ে হাজির হবে আসন্ন প্রদর্শনীতে। নেটওয়ার্কিং ও নতুন ব্যবসা সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এই এক্সপো।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3SmqlZZ

পঞ্চম ডিকার্বনাইজিং শিপিং ফোরাম

২৬-২৭ জুন, রটারডাম, নেদারল্যান্ডস

কার্বনমুক্ত শিপিং খাত গড়ে তুলতে হলে কেবল নতুন প্রযুক্তিগত সমাধান খুঁজে বের করলেই চলবে না, বরং উদ্ভাবনী এসব প্রযুক্তির বিষয়ে মানুষের ধারণাও বদলাতে হবে। বিশেষ করে সবুজ রূপান্তর যে আপদ হয়ে দাঁড়াবে না, বরং মঙ্গল বয়ে আনবে–সেই বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আর ফোরামটির মূল লক্ষ্য সেটিই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহী, নীতিনির্ধারক, উদ্ভাবক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা এই ফোরামের কনফারেন্স সেশনে নিজেদের লেকচার উপস্থাপন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

বিস্তারিত : https://bit.ly/3WFHvnY

গ্রন্থ পরিচিতি

মিসরিডিং দ্য বেঙ্গল ডেল্টা : ক্লাইমেট চেঞ্জ, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লাইভলিহুডস ইন কোস্টাল বাংলাদেশ

ক্যামেলিয়া দেওয়ান

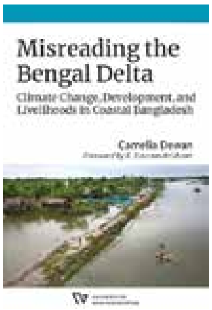

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে ভুগতে হয় নিয়মিত। সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধিও বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জন্য। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাংলাদেশ বিদেশি সহায়তার বড় গ্রাহকও।

কিন্তু এসব সহায়তা প্রকল্পগুলো কীভাবে স্থানীয় মানুষের চাহিদা পূরণ ও উদ্বেগ প্রশমনে কাজ করে? এক্ষেত্রে বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশগত ইতিহাস এবং পেশাজীবী, গ্রামীণ কৃষক, ভূমিহীন নারীসহ বিভিন্ন অংশীজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সমন্বিতভাবে পর্যালোচনা ও সেই অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এসব প্রকল্প-সংশ্লিষ্টরা প্রায়ই বাংলাদেশকে 'জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার' হিসেবে বর্ণনা করেন। মিসরিডিং দ্য বেঙ্গল ডেল্টা বইতে এই বিষয়টির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প অংশীজনরা কীভাবে ঔপনিবেশিক যুগের আধুনিকায়ন প্রকল্পগুলোকেই মোড়ক পাল্টিয়ে ক্লাইমেট-অ্যাডাপ্টেশন সলিউশন নামকরণ করে চালিয়ে দিতে চাইছে, সেই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে বইটিতে। এসব আধুনিকায়ন প্রকল্প কিন্তু পরিবেশের ওপর ভয়ানক প্রভাব ফেলেছিল।

এই যে আমরা বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদির হাত থেকে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণের ওপর জোর দিচ্ছি, এটি কিন্তু ঔপনিবেশিক উন্নয়ন প্রকল্পেরই পরিবর্তিত সংস্করণ। পলি অপসারণের মাধ্যমে নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা কিংবা বন্যার পানি নামতে না পারার কারণ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে খুব বেশি উদ্যোগ দেখা যায়নি। এছাড়া আরও কিছু প্রকল্প যেমন লবণাক্ত পানি-সহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল কৃষি প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার মাটির উর্বরতা, জীববৈচিত্র্য ও উপকূলীয় মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

লেখকের মতে, কেবল জলবায়ু পরিবর্তনই যে বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশগত সংকট, তা নয়। উপকূলীয় এলাকাগুলোর ওপর বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল, এসব জনপদের মানুষের কর্মহীনতা, ঋণের জাল, মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার অভাব—এসব বিষয়ও সংকট তৈরি করছে।

২৫৪ পৃষ্ঠার বইটি ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন প্রেস থেকে প্রকাশিত। হার্ডকভার সংস্করণের মূল্য ১০৫ ডলার। আর সুলভ পেপারব্যাক সংস্করণের মূল্য ৩২ ডলার।

আইএসবিএন-১০: ০২৯৫৭৪৯৬১এক্স
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-০২৯৫৭৪৯৬১৭

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

বার্থ

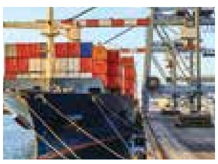

বার্থ হলো বন্দর বা হারবারের একটি নির্ধারিত জায়গা, যেখানে কোনো নৌযান বেঁধে রাখা যায়। তবে শিপিং খাতে এর প্রায়োগিক সংজ্ঞা আরও সুনির্দিষ্ট। বন্দরের যে জায়গায় একটি জাহাজ নিরাপদে ম্যুরিং ও কার্গো লোডিং-আনলোডিং করতে পারে এবং যাত্রী আরোহণ-অবতরণ করতে পারে, সেই জায়গাকে বার্থ বলা হয়। বন্দর ও হারবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষই বার্থিংয়ের জায়গা নির্ধারণ করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বার্থগুলো কি ও জেটি (বড় বন্দর) অথবা ফ্লোটিং ডকের (ছোট হারবার ও মেরিনা) সাথে সংযুক্ত থাকে। ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে বার্থ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন সাধারণ পণ্যের জন্য ব্যবহৃত হয় জেনারেল বার্থ। এছাড়া বিশেষায়িত জাহাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বার্থের ক্যাটাগরি নির্ধারিত হয়।

বার্থের দৈর্ঘ্য ৫-১০ মিটার থেকে শুরু করে ৪০০ মিটারের বেশি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আদর্শ নিয়ম হলো, যে ধরনের নৌযানকে ম্যুরিং সেবা দেওয়া হবে, বার্থের দৈর্ঘ্য সেই ক্যাটাগরির সবচেয়ে বড় নৌযানের চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি হবে।

ভূমির সাথে সংযুক্ততার ভিত্তিতে বার্থ দুই ধরনের নয়। এগুলো হলো—ফিঙ্গার পিয়ার ও অফশোর পিয়ার। বন্দরের সামনের জলভাগের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে ফিঙ্গার পিয়ার নির্মাণ করা হয়। সাধারণত ছোট ও মাঝারি আকারের কার্গো ভেসেল এবং যাত্রীবাহী নৌযানগুলো এই ধরনের বার্থ ব্যবহার করে। আর অফশোর বার্থ ব্যবহৃত হয় জ্বালানি তেল-গ্যাসের মতো বিপজ্জনক পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের কাজে। এই ধরনের বার্থিং ব্যবস্থায় পানির অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র কাঠামো থাকে, যেগুলো ডলফিন নামেও পরিচিত।

ড্রাই ও লিকুইড বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং হয় বাল্ক বার্থে, যেখানে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এক্সকাভেটর, কনভেয়র বেল্ট, পাইপলাইন ইত্যাদি। কনটেইনার বার্থে হ্যান্ডলিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের ক্রেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেনারেল বার্থে ম্যুরিং করা জাহাজগুলোর নিজস্ব ক্রেন থাকতে হয়। তবে কোনো কোনো জেনারেল বার্থে কর্তৃপক্ষ মোবাইল ক্রেনের সুবিধাও দিয়ে থাকে।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

আলবার্ট বেলিন

আলবার্ট বেলিন ছিলেন একজন জার্মান শিপিং ম্যাগনেট। ১৮৫৭ সালের ১৫ আগস্ট তার জন্ম। হ্যাপাগ-লয়েড নামে আজ যে জার্মান বহুজাতিক শিপিং জায়ান্টকে আমরা চিনি, সেটি গঠিত হয়েছে ১৯৭০ সালে হামবুর্গ-আমেরিকা লাইন (হ্যাপাগ) ও নর্ডডয়েচার লয়েডের একীভূতকরণের মাধ্যমে। সেই হ্যাপাগেরই মালিক ছিলেন আলবার্ট বেলিন। বর্তমানে হ্যাপাগ-লয়েড বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম কনটেইনার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। আর আলবার্ট বেলিনের নেতৃত্বে একসময় হ্যাপাগ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিপিং কোম্পানি।

বেলিনের আরেকটি বড় পরিচয় ছিল—আমরা আধুনিক ক্রুজ শিপ ট্রাভেলিং বলতে যেটি বুঝি, সেটির প্রতিষ্ঠাতা তিনি। হামবুর্গ-আমেরিকা লাইনের প্রথম বিলাসবহুল প্রমোদতরী ছিল অগাস্টা ভিক্টোরিয়া। জার্মান সম্রাজ্ঞী অগাস্টা ভিক্টোরিয়ার নাম অনুসারে প্রমোদতরীটির নামকরণ করা হয়। ১৮৮৯ সালের ১০ মে হামবুর্গ থেকে সাউদাম্পটন হয়ে নিউইয়র্ক সিটির উদ্দেশে যাত্রার মাধ্যমে এটি ট্রান্সআটলান্টিক সার্ভিস শুরু করে। এছাড়া ১৮৯১ সালে বিশ্বের প্রথম প্রমোদতরী হিসেবে ভূমধ্যসাগরে যাত্রা করে অগাস্টা ভিক্টোরিয়া।

আলবার্ট বেলিন চ্যালেঞ্জ নিতে বড্ড ভালোবাসতেন। একটি সফল শিপিং কোম্পানি গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের গুণাবলি থাকা দরকার, তার সবই ছিল বেলিনের মধ্যে। হ্যাপাগের কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ব্রিটিশ প্রতিদ্বন্দ্বী শিপিং কোম্পানিগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। শেষ জার্মান সম্রাট কাইজারের সাথেও সুসম্পর্ক ছিল বেলিনের। সম্রাটের নির্দেশে জার্মান নৌবাহিনীর সম্প্রসারণে সহায়তা করেছেন তিনি।

১৯১৩ সালে হ্যাপাগের মালিকানায় ছিল বিশ্বের শীর্ষ তিনটি ওশান লাইনার। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর মিত্র বাহিনী এই তিন কোম্পানিই জব্দ করে নেয়। সেই যুদ্ধে বেশ কয়েকটি জাহাজ হারাতে হয়েছিল হ্যাপাগকে। এই ক্ষতি বেলিনকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির দুদিন আগে ১৯১৮ সালের ৯ নভেম্বর হামবুর্গে আত্মহত্যা করেন বেলিন।

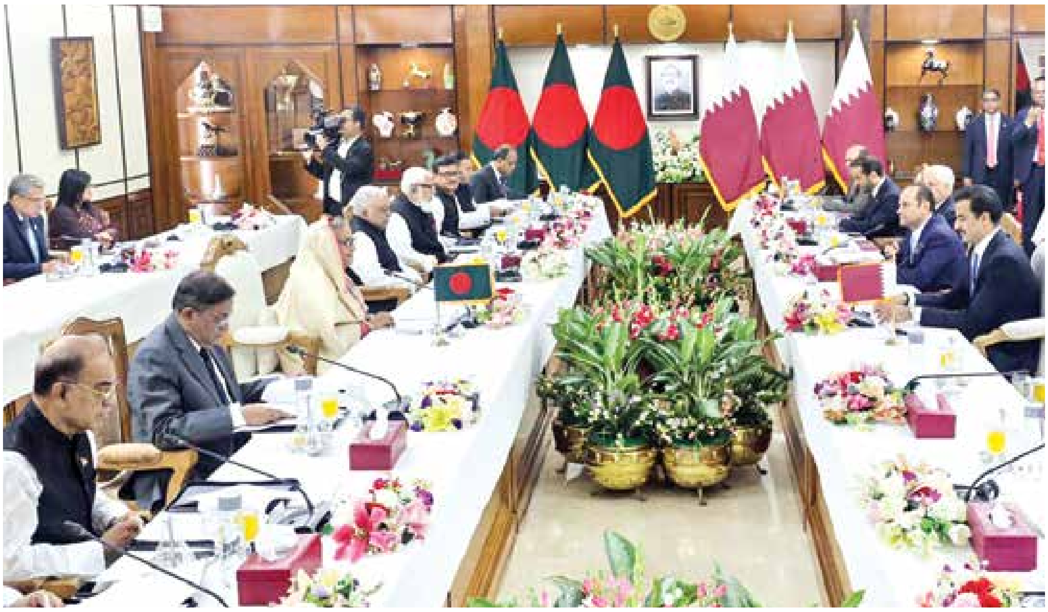

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে পাঁচটি চুক্তি এবং পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও কাতার

বন্দর ব্যবস্থাপনা ও সাগরপথে পরিবহনসহ বাংলাদেশ-কাতারের ১০ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে দুদেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে পাঁচটি চুক্তি এবং পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও কাতার। ২৩ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়।

পাঁচ চুক্তির মধ্যে রয়েছে উভয় দেশের পারস্পরিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি, দ্বৈতকর পরিহার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত চুক্তি, আইনগত বিষয়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি, সাগরপথে পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি এবং দুদেশের ব্যবসা সংগঠনের মধ্যে যৌথ ব্যবসা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চুক্তি।

পাঁচ সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে কূটনৈতিক প্রশিক্ষণে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, শ্রমশক্তির বিষয়ে সমঝোতা স্মারক এবং বন্দর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটিতে কাতারের পক্ষে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন হামাদ আল থানি ও বাংলাদেশের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, দ্বিতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়েশা খান, তৃতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, চতুর্থটিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং পঞ্চমটিতে কাতার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান শেখ খলিফা বিন জসিম আল থানি ও বাংলাদেশের ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম সই করেন।

সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে সবকটিতে কাতারের পক্ষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সই করেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শিমুল হলে একান্ত বৈঠক হয় শেখ হাসিনা ও শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির। তারও আগে সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছলে টাইগার গেটে কাতারের আমিরকে ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শিমুল হলে একান্ত বৈঠকে বসেন দুই নেতা। এরপর চামেলি হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা।

শ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বার্থ, শিপ্ ও টার্মিনাল অপারেটরের নিবন্ধিত শ্রমিক-কর্মচারীদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বন্দরের ২ নং এবং ৩ নং গেটের মাঝামাঝি স্থানে ৩ হাজার বর্গফুট জায়গার ওপর ২ তলাবিশিষ্ট একটি আধুনিক শ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটিতে ফার্মেসি, এক্স-রে রুম, ইসিজি রুম, ডক্টরস্ রুম, অবজারভেশন রুম, ড্রেসিং রুম, নার্স স্টেশন, স্টোর রুমসহ থাকবে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা।

এছাড়া বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের দাবির প্রেক্ষিতে তৈরি করা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক কবরস্থান। দক্ষিণ হালিশহর নিউমুরিং এলাকায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সিসিটি ইয়ার্ডের সম্মুখে গোলাম হোসেন মালুম রোড-সংলগ্ন ফ্লাইওভারের নিচে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ৬ দশমিক ২০ শতক খালি জায়গা বন্দর শ্রমিক কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ৩ এপ্রিল এই ২টি কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এতে বন্দরের পর্ষদ সদস্যগণ, বিভাগীয় প্রধানগণ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বার্থ, শিপ্ ও টার্মিনাল অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঈদে ৬ হাজার ৭২১ কর্মচারীকে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রণোদনা

পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে বোনাসের পাশাপাশি ৬ হাজার ৭২১ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রণোদনা দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রণোদনা হিসেবে প্রতি শ্রমিককে ৭ হাজার টাকা করে মোট চার কোটি ৭০ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২ এপ্রিল বন্দর ভবন প্রাঙ্গণে ১৫ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রতীকী হিসেবে নগদ টাকা হস্তান্তর করেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল। অন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নিজ নিজ বার্থ অপারেটর, টার্মিনাল অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরদের বরাবর চেক দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মাটি ও মানুষের নেতা। তিনি যেমন সব সময় শ্রমিক-কর্মচারী তথা মেহনতি মানুষের ভালো থাকার কথা চিন্তা করতেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমানের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। তার এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা যাতে একটু ভালোভাবে ঈদ কাটাতে পারে, এজন্য বোনাসের পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের পক্ষ থেকে এই প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান আরও বলেন, দেশের আমদানি-রপ্তানির ৯২ শতাংশ এই বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এজন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে বলা হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন। আর বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা হচ্ছেন চট্টগ্রাম বন্দরের লাইফলাইন। বন্দরের শ্রমিকরা ভালো না থাকলে বন্দর ভালো থাকবে না। বন্দরের চিফ ওয়েলফেয়ার অফিসার ও চিফ পারসোনেল অফিসার মো. নাসির উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রণোদনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্দরের সদস্য (প্রকৌশল) কমডোর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর এম ফজলার রহমান, বিভাগীয় প্রধানগণ, বার্থ, শিপ ও

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটরদের অধীনে নিয়োজিত শ্রমিকদের ২ এপ্রিল প্রণোদনার অর্থ প্রদান করেন। এ সময় বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটর প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

টার্মিনাল অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলে একরাম চৌধুরী এবং অন্যান্য বার্থ, টার্মিনাল ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের নেতৃবৃন্দ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক-কর্মচারীরা।

বে টার্মিনালের চার টার্মিনালে আট বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে

চট্টগ্রাম বন্দরের প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল প্রকল্পের চার টার্মিনাল নির্মাণে ৮ বিলিয়ন ডলার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় জাহাজ থেকে পণ্য ওঠানো-নামানোর তিনটি টার্মিনাল, একটি তেল-গ্যাস টার্মিনাল ও ব্রেক ওয়াটারের মাধ্যমে চ্যানেল তৈরিতে এই বিনিয়োগ হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের ১৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল এ তথ্য জানান। শহীদ মো. ফজলুর রহমান মুন্সী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বন্দরের সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বন্দর চেয়ারম্যান বে টার্মিনালের চারটিসহ বন্দরের ছয়টি নতুন টার্মিনালের অগ্রগতি তুলে ধরেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বিদেশি বিনিয়োগ বে টার্মিনালে হচ্ছে উল্লেখ করে বন্দরের চেয়ারম্যান বলেন, বে টার্মিনালের চারটি টার্মিনালের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হবে গ্যাস ও তেল খালাসের টার্মিনালে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে ইস্ট কোস্ট গ্রুপ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। তাতে ৩৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হবে। কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানোর তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ হবে। এর মধ্যে ১৫০ কোটি ডলার করে বিনিয়োগ করে আলাদা দুটি টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা করবে সিঙ্গাপুরে পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল ও আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড। মাল্টিপারপাস টার্মিনাল আবুধাবি পোর্টস গ্রুপ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে ১০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ হতে পারে। এছাড়া ব্রেক ওয়াটার তৈরির মাধ্যমে চ্যানেল নির্মাণে ৫৯ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও জানান, বে টার্মিনালের জন্য মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি নকশার কাজও শেষ হওয়ার পথে। এখন আমরা বে টার্মিনালের কাজের গুণগত মান ও খরচ প্রাক্কলন প্রস্তুত করছি। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এসব কাজ শেষ হবে। এরপরই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

দেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দরের টার্মিনালের নির্মাণকাজ শিগগির শুরু হবে বলে জানান বন্দরের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর মাঠপর্যায়ে নির্মাণকাজ শিগগিরই শুরু হবে। গভীর সমুদ্রবন্দরে বড় জাহাজ ভেড়ানো যাবে।

ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালস লালদিয়ায় বিনিয়োগের কথা জানিয়ে বন্দর চেয়ারম্যান বলেন, লালদিয়ার চরে টার্মিনাল নির্মাণে সমীক্ষা হয়েছে। সেখানে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য এ বছর ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হবে।

বন্দর চেয়ারম্যান জানান, গত এক বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৩ হাজার বর্গমিটার কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এ কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের ফলে অতিরিক্ত সাত হাজার টিইইউ কনটেইনার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আরও তিনটি নতুন কনটেইনার ইয়ার্ড নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আসা রাসায়নিক পদার্থগুলোকে নিরাপদে সংরক্ষণ ও ছাড়করণের লক্ষ্যে দ্বিতলবিশিষ্ট ৪ হাজার ২৭৫ বর্গমিটার আয়তনের একটি কেমিক্যাল শেড নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া কর্ণফুলী নদীর নাব্য রক্ষার্থে নদীর উভয় পাড়ে ২ হাজার ৮৫০ মিটার ব্যাংক প্রটেকশন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৭৪ বছর পর নতুন আমদানি-রপ্তানি আইন

বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ সালের। আলোচনা-সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৭৪ বছর পর যুগোপযোগী করে নতুন আইন প্রণয়ন হচ্ছে। এটির নাম হচ্ছে 'আমদানি ও রপ্তানি আইন, ২০২৪'। নতুন আইনে পণ্যের সাথে সেবা খাত যুক্ত হচ্ছে। তবে বিদ্যমান আইনের মতো এবার 'নিয়ন্ত্রণ' শব্দটি রাখা হচ্ছে না।

সেবা অন্তর্ভুক্ত করে 'আমদানি ও রপ্তানি আইন, ২০২৪' এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন আইনানুযায়ী, সেবা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে। ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে নতুন আইন অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণে ১৯৫০ সালের আইন আছে। পুরনো আইনগুলো পর্যায়ক্রমে যুগোপযোগী করার নির্দেশনা আছে। এজন্য নতুন আইনের খসড়া করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, আগের আইনের সাথে নতুন কিছু বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। আগে শুধু পণ্যের কথা বলা ছিল। এখন বাণিজ্যিকভাবে সেবা কার্যক্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেবা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে। কমোডিটির (পণ্য) পাশাপাশি সার্ভিসকে (সেবা) যুক্ত করা হয়েছে।

মাহবুব হোসেন বলেন, সরকার কোনো পণ্য বা সেবা নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করতে পারবে। এ সম্পর্কিত আদেশ ও বিধিবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়নের দায়িত্ব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সভায় 'পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন, ২০২৪', 'বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (স্থাবর সম্পত্তি অর্জন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২৪' এবং 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪' এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এ আইনগুলো গত সরকারের মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলেও তা সংসদে বিল আকারে পাস হয়নি। ফলে এখন নতুন করে আইনগুলো মন্ত্রিসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হচ্ছে।

দায়িত্বশীল ও টেকসই সমুদ্র ব্যবস্থাপনায় সম্মিলিত প্রয়াসের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে অনুষ্ঠিত 'নবম আওয়ার ওশান কনফারেন্সে' দায়িত্বশীল ও টেকসই সমুদ্র ব্যবস্থাপনায় সবার সম্মিলিত প্রয়াসের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১৫ এপ্রিল শুরু হওয়া এ সম্মেলনের সমাপনী দিন ১৭ এপ্রিল সমুদ্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা (ওশান সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট) থিমভিত্তিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের উচ্চপর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সমুদ্রের টেকসই ব্যবস্থাপনা এমন হওয়া কাম্য যাতে করে সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। মানুষের একমাত্র আবাস পৃথিবী গ্রহকে টিকিয়ে রাখা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের দায়িত্বশীল ও সুষ্ঠু ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টেকসই সমুদ্র ব্যবস্থাপনা ও সামুদ্রিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে গৃহীত নানা উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন।

বিশ্বের দেশগুলোর জাতীয় সীমার বাইরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বাস্তুতন্ত্রের সার্বিক উন্নয়ন এবং গ্রিন শিপিং বা পরিবেশবান্ধব নৌপরিবহন, যা তুলনামূলকভাবে পরিবেশের ক্ষতি কম করে, এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিভিন্ন দেশ প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,

যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি বলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার আলোচনায় স্মরণ করিয়ে দেন।

অন্যান্যের মধ্যে স্বাগতিক দেশ গ্রিস, কোস্টারিকা, কেপ ভার্দে, সাও টোমে এবং প্রিন্সেপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দেন।

৩১ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণের সিংহভাগ পরিবহন খাতে

সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে রয়ে যাচ্ছে পরিবহন খাত। উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মতি পাওয়া প্রকল্পগুলোর জন্য বর্তমান ও আগামী দুই অর্থবছরে প্রত্যাশিত ৩০ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণের এক-তৃতীয়াংশ বরাদ্দ রয়েছে এ খাতের জন্য।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তালিকাভুক্ত ১১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৩০টি সড়ক ও রেলওয়ে যোগাযোগ প্রকল্প। এগুলোর জন্য ১০.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রস্তাব করা হয়েছে। এরপর রয়েছে জ্বালানি খাত। এ খাতের ৭টি প্রকল্পে বিদেশি অর্থায়ন থেকে ৪.৭৭ বিলিয়ন ডলার আশা করা হচ্ছে। বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকায় মেট্রো-৫, চট্টগ্রামের কালুরঘাট রেল-সড়ক সেতু, ঢাকা-কুমিল্লা রেললাইন, গাজীপুরের ধীরাশ্রমে রেলওয়ে কনটেইনার ডিপো এবং চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার টার্মিনাল।

চুক্তি স্বাক্ষরের পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০২৫-২৬ পর্যন্ত আগামী তিন অর্থবছরে এসব ঋণচুক্তির প্রত্যাশা করা হচ্ছে। অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সড়ক ও রেলওয়ে সংযোগের জন্য ১০.৭ বিলিয়ন ডলার পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে।

ইআরডি ঋণচুক্তির অপেক্ষায় থাকা প্রকল্পগুলোর মাসিক হালনাগাদকৃত তালিকার তথ্য অনুযায়ী, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মোট ঋণের অর্ধেক প্রায় ১৪.৯৫ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ইতোমধ্যে ৩.৭৩ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন করেছে। আরও ১১.১২ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে স্বাক্ষর করার প্রস্তুতি রয়েছে।

ইআরডির সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেশের আসন্ন বাজেট চ্যালেঞ্জ এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় ৩.৬১ বিলিয়ন ডলারের বাজেট প্রস্তাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) পাইপলাইন ঋণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪.৯৩ বিলিয়ন ডলারের প্রধান সড়ক, রেলপথ, অভ্যন্তরীণ ডিপো এবং কনটেইনার টার্মিনালের কাজ অন্তর্ভুক্ত, যা অন্য যেকোনো খাতের তুলনায় বেশি। সরকার ১২টি প্রকল্পের জন্য এডিবি থেকে ২.৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিশ্চিত করেছে। এর একটি মূল প্রকল্প হলো ৫.৪৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ঢাকা মেট্রো (লাইন-৫) দক্ষিণ রুট, যা আগামী বছর শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি অনুমোদন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে। চলতি মাসে কমিটির বৈঠকের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) কাছে উপস্থাপন করা হবে।

গাবতলী-দাশেরকান্দির ১৭ কিলোমিটারের বেশিরভাগ ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেললাইনটি এডিবি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হবে। এডিবি থেকে প্রথম ধাপে ৩০০ মিলিয়ন ডলার এ অক্টোবরে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া সংস্থাটি ঢাকা-চট্টগ্রাম ব্রডগেজ রেললাইন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের জন্য ৬০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

গাজীপুরের ধীরাশ্রমে ২৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো প্রকল্পের জন্য এডিবির সাথে ঋণচুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ রেলওয়ে ডিপো চট্টগ্রাম ও মাতারবাড়ী বন্দরকে রেলপথে রাজধানী ঢাকার সাথে সংযুক্ত করবে।

মহেশখালী-মাতারবাড়ী প্রকল্প নিয়ে সংসদীয় কমিটির সন্তোষ

'মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম' প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ২৮ এপ্রিল জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির বৈঠকে প্রকল্পটি নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে জানানো হয়, দেশের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 'মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পের ১৪ দশমিক ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রস্থ ও ১৮ দশমিক ৫ মিটার গভীর চ্যানেল, সি-ওয়ালসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ, কয়লা ও তেল খালাসের জন্য জেটি, ২৭৫ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন চিমনি নির্মাণ শেষ হয়েছে। কয়লাভিত্তিক প্রথম ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইউনিটের পরীক্ষামূলক উৎপাদনও শুরু হয়েছে।

সংসদ সচিবালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি আশানুরূপ হওয়ায় কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করে।

কমিটির সভাপতি এমএ মান্নানের সভাপতিত্বে কমিটির সদস্য ও পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম, মো. শহীদুজ্জামান সরকার, মো. আবদুস সবুর, এ কে এম মোস্তাফিজুর রহমান এবং খালেদা বাহার বৈঠকে অংশ নেন।

'মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' আইনের খসড়া অনুমোদন

কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এজন্য 'মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৪' এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান।

২০১৪ সালে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী যৌথ ঘোষণা দিয়েছিলেন, তার আওতায় জাপান সরকার মাতাবাড়ীতে উন্নয়ন কার্যক্রম নেওয়ার জন্য উদ্বোধন করে গেছেন। সেটিকে ভিত্তি করে মাতারবাড়ীকে কেন্দ্র করে যাতে অর্থনৈতিক জোন তৈরি করা যায় যেখানে ডিপ সি ফ্যাসিলিটি থেকে শুরু করে উন্নয়নের বেসিক কিছু অবকাঠামো নির্মাণ করে সামগ্রিক কিছু এরিয়াকে চিহ্নিত করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করা যায়, সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, এই আইনের আওতায় বেশকিছু কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। এই পুরো কাজগুলো এখন আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয় থেকে করছে। সমন্বিতভাবে এসব কাজ করতে প্রধানমন্ত্রীর আওতাধীন মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, খসড়া আইন অনুযায়ী এই কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। বোর্ডে অর্থমন্ত্রীসহ কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়ে ১৭ সদস্য থাকবেন। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে থাকবেন। এর প্রধান কার্যালয় হবে কক্সবাজারে। আর ঢাকায় হবে কর্তৃপক্ষের লিয়াজোঁ অফিস।

আইনের আওতায় অথরিটির মূল কাজ হবে নির্ধারিত এলাকায় ভূমি ব্যবহারের মাস্টারপ্ল্যান করে তা বাস্তবায়ন করা। যাদের ভূমি দেওয়া হবে তারা যেন যথাযথভাবে কাজ করে। মূল লক্ষ্য হবে বিদেশি বিনিয়োগ করা, এক্সপোর্ট ও ইমপোর্টের লিড টাইম যেন কম হয়।

তিনি আরও বলেন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ যাতে ঘটে তাতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে এটা (আইন) করা হচ্ছে। কিছু পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো নিষ্পত্তি করে পুনরায় আইনটি মন্ত্রিসভায় তোলা হবে।

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ২৪ এপ্রিল বন্দর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এ সময় পর্ষদ সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন

ছবিতে সংবাদ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ২৭ এপ্রিল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নির্মিত বিশেষায়িত স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ৩ এপ্রিল বন্দরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

তিয়ানজিন বন্দর চেয়ারম্যান চু জিন ২৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তারা বন্দর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান ১৬ এপ্রিল চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এসএস পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদসহ নৌবাহিনী ও চট্টগ্রাম বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল ২৯ এপ্রিল বন্দরের নৌ বিভাগ ও নৌপ্রকৌশল বিভাগের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন স্থাপনা ও নৌযান সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল জুনে চালু হবে

চট্টগ্রাম বন্দরের নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল জুনের প্রথম সপ্তাহে চালু হতে পারে। পাঁচ থেকে সাত জুনের যেকোনো দিন এই টার্মিনালে জাহাজ ভেড়ানোর সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এই টার্মিনাল দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনার জন্য সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের সাথে চুক্তি করেছে। গত বছরের ৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবার কোনো বিদেশি কোম্পানি বন্দরের টার্মিনাল পরিচালনা করতে যাচ্ছে, যা দেশের বন্দর খাতের জন্য মাইলফলক। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) আওতায় সৌদির প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালের সাথে জিটুজি ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, সরবরাহ, পরিচালনা ও হস্তান্তর ভিত্তিতে ২২ বছর মেয়াদে টার্মিনালটি পরিচালনা করবে সৌদি কোম্পানিটি। চুক্তির পর তারা এককালীন ও বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে বন্দরকে। এছাড়া সৌদি কোম্পানি কনটেইনার ওঠানো-নামানোর জন্য শিপিং কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে ফি পাবে, তা থেকে কনটেইনারপ্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাবে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চুক্তির পর সৌদি প্রতিষ্ঠানটি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত টার্মিনালটিতে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর ১৩টি যন্ত্র সংযোজন করা হয়েছে। তবে মূল যন্ত্রপাতি অর্থাৎ জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হতে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময় লাগবে। মূল যন্ত্র সংগ্রহের আগে জাহাজের ক্রেন দিয়ে কনটেইনার নামানো ও ওঠানো হবে।

চুক্তির পর ১৭ এপ্রিল পতেঙ্গা টার্মিনালের ৩২ একর ও টার্মিনালের সম্প্রসারিত অংশ সাউথ কনটেইনার ইয়ার্ডের ১৬ একর জায়গা বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। এই এলাকায় পণ্য সংরক্ষণাগার ও পণ্যের নিরাপত্তা বিধান করবে বন্দর কর্তৃপক্ষ। কাস্টমস পণ্য খালাস, কায়িক পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। বন্ডেড এরিয়া হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ায় কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। এখন সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনাল বন্ড লাইসেন্সের অনুমোদন পেলে কাজ শুরু করতে পারবে।

এনবিআর বন্ডেড পণ্য কোথায় যায় দেখবে

বন্ডেড পণ্য কাস্টম হাউস থেকে বের করে প্রায়ই খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগ ওঠে। প্রিভেন্টিভ কার্যক্রম পরিচালনা করে আটক করা হয় সেসব পণ্য। এ অনিয়ম ঠেকাতে এবার অ্যানালগ সিস্টেম থেকে বেরিয়ে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) ব্যবহার করতে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এতে কাস্টম হাউস থেকে বেরিয়ে পণ্যবাহী কনটেইনারগুলো কোথায় যাচ্ছে, আদৌ ওয়্যারহাউসে যাচ্ছে কি না, তা জানা যাবে। ইতোমধ্যে এ-সংক্রান্ত বিধিমালাও সম্পন্ন করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে বন্ডের অপব্যবহার রোধে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিলেও বছর শেষে হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগ ছিল। বিশেষ করে বন্ডেড পণ্য কাস্টম হাউস থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে, এর কোনো সঠিক তথ্য ছিল না শুল্ক কর্মকর্তাদের কাছে। প্রতিষ্ঠানের মালিক যে তথ্য দিতেন, তা-ই মেনে নিতে হতো। এখন থেকে বন্ডেড পণ্যবাহী এসব কনটেইনারে থাকবে জিপিএস সিল ও লক। কোনো প্রতিষ্ঠান এই সিল বা লক ঘষামাজা বা কোনো ধরনের অনিয়মের আশ্রয় নিলেই শাস্তির মুখে পড়বে। এছাড়া যেসব অপারেটরের মাধ্যমে বন্ডেড প্রতিষ্ঠানগুলো সেবা নেবে, তাদের ৫ কোটি টাকা সমপরিমাণে জামানত রাখতে হবে। ইতোমধ্যে এ-সংক্রান্ত একটি বিধিমালা তৈরি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর।

কনটেইনার মনিটরিংয়ের জন্য ইলেকট্রিক সিল ও লক সেবা বিধিমালা-২০২৪ নামে জারি করা এই বিধিমালায় আরও কিছু সংযোজন নিয়ে এসেছে এনবিআর। এতে বলা হয়েছে, জিপিএসযুক্ত ইলেকট্রিক সিল বা লক সেন্ট্রাল মনিটরিং সেন্টারের মাধ্যমে খোলা ও বন্ধ করা যাবে। আর শুল্ক কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বা অনুমতি সাপেক্ষে এই সিল ও লক খোলা যাবে। এই কার্যক্রমে কোনো ধরনের অনিয়ম দেখা দিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে র‍্যাপিড রেসপন্স টিম। এই বিধিমালার আওতায় গঠিত হবে এই টিম। এছাড়া মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে সেন্ট্রাল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। যাতে অফিসে বসেই কনটেইনার মনিটরিং করা যায়। আর এই বিধিমালার অধীনে এনবিআর সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও নিয়োগ দেবে।

মেরিটাইম খাতে নারী

লৈঙ্গিক সমতা এখন সারা বিশ্বে সব খাতেই গুরুত্বপূর্ণ একটি এজেন্ডা। নারীদের জন্য কর্মসৃজন, অনুকূল কর্মপরিবেশ তৈরি, নিয়োগ ও বেতন-মজুরিতে বৈষম্য দূরীকরণ এখন অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমুদ্র শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো আশাব্যঞ্জক নয়। তাও আবার যত সংখ্যক নারী এ খাতে কাজ করছেন, প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের হিস্যা আরও কম। আর সমুদ্রগামী জাহাজের ক্রু হিসাব করতে গেলে নারীদের অংশগ্রহণ একেবারেই নগণ্য। মেরিটাইম খাতে নারীর অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগাতে একটি আন্তর্জাতিক দিবসই ঘোষণা করেছে আইএমও। মে মাসের ১৮ তারিখ সেই দিন।

INTERNATIONAL DAY FOR
WOMEN IN MARITIME
18 MAY

প্রতি বছর ১৮ মে
'উইমেন ইন মেরিটাইম' শীর্ষক
আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করে
ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও)।

২০২১ সালে আইএমও পরিষদ এ-বিষয়ক রেজোলিউশন গ্রহণ করে এবং ২০২২ সালে প্রথমবারের মতো দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'সেফ হরাইজনস : উইমেন শেপিং দ্য ফিউচার অব মেরিটাইম সেফটি'**।

মেরিটাইম খাতে নারীর অংশীদারিত্ব

আইএমওর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মেরিটাইম খাতে মোট জনবলের **২০%** নারী

বেসরকারি খাতে সমুদ্র শিল্পে মোট জনবলের **২৯%** নারী

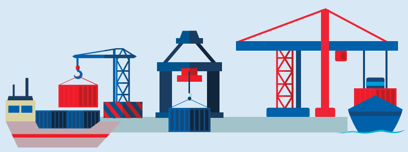

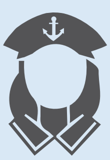

সমুদ্রগামী নাবিকদের মাত্র **২%** নারী

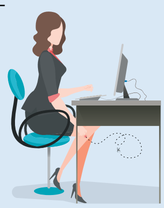

প্রশাসনিক শাখায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত মোট জনবলের **১৪%** নারী

নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি **ক্রুজ** শিল্পে। সবচেয়ে কম অফশোর খাতে

** আইএমও ও ডব্লিউআইএসটিএর সর্বশেষ জরিপের ভিত্তিতে*

খতিয়ান

বন্দরের কার্গো ও কনটেইনার ওঠানামার মাসিক পরিসংখ্যান

২০২৩ ও ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের তুলনামূলক চিত্র

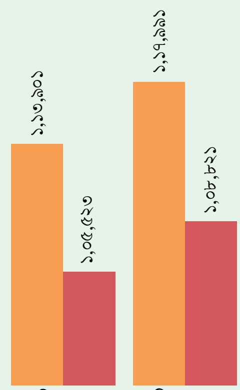

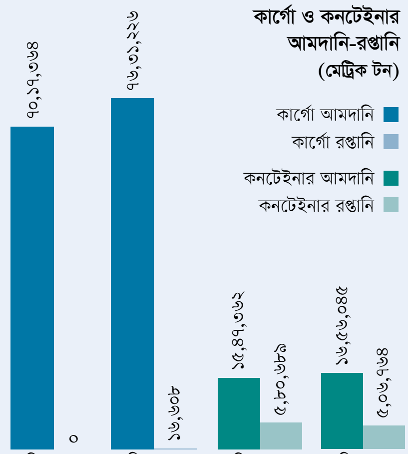

তথ্যযোগ

১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

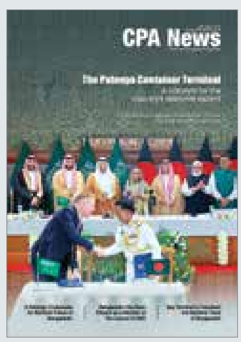

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes
@gmail.com
or find in online:
https://cpanewsbd.com

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority